



রাজীব সিনহাকে নির্বাচন কমিশনার করা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। ...বিস্তারিত পাতা ৩



অভিযোগ নথিভুক্ত করণের লিঙ্ক দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে শুরু হলো পিটিশনে নাম নথিভুক্ত করণের কাজ। ...বিস্তারিত পাতা ৫



অ্যারিজোনায় তৈরি হয়েছে এমন এক রোবট যে কিনা ঘামতে পারে! কেবল গরমে ঘামাই নয়, ঠান্ডায় কাঁপাতেও সে সিদ্ধহস্ত, পারে নিঃশ্বাসও নিতে! ...বিস্তারিত পাতা ৬



টানা ব্যর্থতার দায় আর কতদিন সহ্য করা যায়? ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে নতুন মরসুমে, নতুন উদ্যমে দলগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলছে ইস্টবেঙ্গল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাংলাজুড়ে লোডশেডিংয়ের অভিযোগ, শুভেন্দু গেলেন বিদ্যুতের দুই দফতরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েক ঘণ্টা করে লোডশেডিংয়ের ঘটনা ঘটছে। এমনকী কলকাতার উপকণ্ঠেও এই ঘটনা আকছার ঘটছে বলে দাবি অনেকের। এ হেন পরিস্থিতিতে লোডশেডিংকে হাতিয়ার করে সোমবার বিদ্যুতের দু’টি দফতরে গেলেন বিদ্যুতী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন হাইকোর্টে পঞ্চায়েত মামলার শুনানিতে বেলা আড়াইটে পর্যন্ত ছিলেন শুভেন্দু। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বিদ্যুৎ ভবনে যান বিরোধী দলনেতা। সেখান থেকে শুভেন্দুকে ‘উৎপাদন’ বিভাগে যাওয়ার পরামর্শ দেন আধিকারিকেরা। বিদ্যুৎ ভবন থেকে বেরিয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের দফতরে যান নন্দীপ্রাসের বিধায়ক। সঙ্গে ছিলেন অগ্রিমিত্রা পলও। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, “লোডশেডিং বন্ধ করতে সমাধান



চেয়ে কথা বলতে এসেছিলাম। কিন্তু কথা বলতে চাননি কেউ। সিএমটি যথাক্রমে ঢুক গিয়েছেন। এর থেকে লজ্জার কিছু হয় না।” পাণ্টা তৃণমূলের বক্তব্য, “বাংলার বাম আমলে লোডশেডিং ছিল রুটিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমানায় সেইসব ছবি ঘুচে গেছে। পঞ্চায়েত ভোটের প্রার্থী খুঁজে না পেয়ে শুভেন্দু বাজার গরম করতে নেমেছেন।” বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, “এই ১২ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় একটাও নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন করতে পারেননি। উল্টে কোলাষাট আর ব্যাডেলকে লাটে তুলে দিয়েছেন। ফলে বাংলার মানুষের যে বিদ্যুতের চাহিদা সেই পরিমাণ উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে। রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করছে না। নাতিশ্রাস উঠছে সাধারণ মানুষের।” শুধু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এলাকাতেই নয়। তীব্র গরমে সিইএসসির অনেক এলাকাতেও লোডশেডিং বেগে রয়েছে বলে দাবি অনেকের। এদিন তাই নিয়েই দুই দফতরে গেলেন শুভেন্দু।

‘হিংসা-তুষ্টিকরণ বাংলার নিউ নর্মাল’, তোপ অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১২ জুনঃ পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্বেই বিক্ষিপ্তভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তি ও গোলমালের অভিযোগ। কোথাও মনোনয়ন জমা দিতে বাধা। আবার কোথাও মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ। এসব নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে নাগাড়ে বিঁধে যাচ্ছে বিরোধী দলগুলি। আর এবার, রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নে অশান্তির আঁচ পৌঁছে গেল দিল্লির রাজনীতির অলিঙ্গিত। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে অশান্তির অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধলেন নরেন্দ্র মোদির ক্যাবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। বলেন, “বাংলা জ্বলছে। একইসঙ্গে বাংলার নাম, ঐতিহ্যও জ্বলছে। আর এই জ্বালানোর কাজ করছেন মমতা দিদির দলের লোকেরা।” বাংলায় পঞ্চায়েত ভোটের আগে অশান্তির অভিযোগের সুর আরও চড়িয়ে তিনি বলেন, “যে বাংলাকে একসময় লোকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের নামে চিনতেন। সেই বাংলার নাম এখন বদনাম হচ্ছে। হিংসা, তুষ্টিকরণ, অরাজকতা, অস্টাচার আজ বাংলার নিউ নর্মালে পরিণত হয়েছে। কাগণ, বাংলায় পঞ্চায়েত ভোট এগিয়ে আসাচ্ছে আর সাধারণ মানুষের উপর হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছে।”

পঞ্চায়েত নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় নড়েচড়ে বসল প্রশাসন

আইন-শৃঙ্খলা রিপোর্ট পাঠাতে হবে কমিশনকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ একের পর এক জেলায় মনোনয়ন জমা দেওয়াতে কেন্দ্র করে চলছে সংঘর্ষের ঘটনা। এ বার তা নিয়েই নড়েচড়ে বসল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এ বার থেকে প্রতিদিনের হিংসার রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন জেলাকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কত সংখ্যক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে? তার রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ জেলাগুলিকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। কোন পুলিশ জেলার ঘটনা, সংঘর্ষের ঘটনার বিস্তারিত, কী ধরনের পুলিশ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কতজন আহত হয়েছে বা নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটছে নাকি, কোনও সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে নাকি, পুলিশের কেউ আহত হয়েছে নাকি? তার রিপোর্ট চাইছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এ বার থেকে প্রতিদিন করেই রিপোর্ট দিতে হবে হিংসা নিয়ে প্রত্যেকটি জেলাকে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ প্রত্যেকটি জেলার এসপি



সিপিদের। মনোনয়নের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই নানা জেলা থেকে একাধিক সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়েছে। সোমবারও একাধিক জেলা থেকে সংঘর্ষের খবর এসেছে। বর্ধমানের একাধিক স্থানে সিপিআইএম ও তৃণমূলের

জেলাগুলির ক্ষেত্রে জেলাশাসকরাই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে। তাদের চিঠি পাঠিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজীব সিনহা স্পষ্ট বলেছেন, যারা মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে চাইবেন তাঁদের কী পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথম দু’দিনে বাংলার বহু জায়গায় গ্রামপঞ্চায়েত, সমিতি ও জেলা পরিষদে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস প্রার্থী নিয়োগের তার থেকে বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদল গ্রামে গ্রামে গিয়ে পুলিশের মনোনয়ন তুলতে চাপ দিচ্ছে। এ হেন প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশিকা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেক। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, চাপের কারণেই প্রার্থীরা করবে কমিশন। কমিশন যে সূচি ঘোষণা করছে তাতে ১৫ জুন পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। ১৬ ও ১৭ তারিখ ক্ষুণ্ণি হবে। তারপর ২০ জুন পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেই হবে না।

ফের খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার নামল

নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ ভারতে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ফের নামল। এই নিয়ে টানা তিন মাস ভাঙতে মুদ্রাস্ফীতির হার নিম্নগামী। এপ্রিল মাসে দেশে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি হার ছিল ৪.৭ শতাংশ। যা মে মাসে দাঁড়াল ৪.২৫ শতাংশ। গত ২ বছরের মধ্যে খুচরো মুদ্রাস্ফীতিতে রেকর্ড নীচে নামল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্ধারিত খুচরো মুদ্রাস্ফীতির যে হার রয়েছে, তার মধ্যেই রয়েছে মে মাসের খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার। আরবিআই নির্ধারিত খুচরো মুদ্রাস্ফীতি হার ৬ শতাংশ। মার্চ, এপ্রিলের পর মে মাসেও একই ধারা বজায় রইল। গত বছর যে হারে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার হচ্ছিল তাই, তাই পাল্টেছে। গত বছর মে মাসে এই হার ছিল ৭.৪ শতাংশ। একবছরে সেই হার ২.৭৯ শতাংশ কমেছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার কমাতে, বাজারে জ্বামূল্যের দামও অনেকাংশ হ্রাস পেতে পারে। গত শপ্তাহেই আরবিআইয়ের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছিলেন যে, খুচরো মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে। খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়লে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব পড়ে। আরবিআইয়ের লক্ষ্য ছিল খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ৪ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা।

শাসক দলের মনোনয়ন পর্ব দেখভাল করবেন তৃণমূলের ১৩ রথী-মহারথী



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের এখনও প্রায় এক মাসের কাছাকাছি সময় বাকি। সব মনোনয়ন পর্ব চলছে। আর তাতেই জেলায় জেলায় অশান্তি ও গোলমালের অভিযোগ। আর এরই মধ্যে শাসক দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রক্রিয়া দেখভাল করার জন্য ১৩ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করল তৃণমূল কংগ্রেস। মনোনয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই নেতাদের। যেমন পূর্ব মেদিনীপুরের মনোনয়ন পর্ব দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছে কুণাল ঘোষকে। তিনি আগে থেকেই এই জেলায় দলের অঙ্গের সেতুবন্ধনের দায়িত্বে ছিলেন। এর পাশাপাশি জয়প্রকাশ মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার। সমীর চক্রবর্তী বাঁকুড়া জেলার প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া দেখভাল করবেন। তৃণমূল সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, আজ রাতেই প্রার্থী তালিকা জেলায় জেলায় পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে শাসক শিবির। সেই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে পৌঁছালে জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে সমন্বয় করে দলের মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর্বের তদারকি করবেন এই ১৩ জন সুপারভাইজার। দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা ইতিমধ্যেই জেলার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে শাসক দলের প্রার্থী তালিকা দিতে দেরি হওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাধারণভাবে কোনও নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভোটের প্রচার থেকে শুরু করে প্রার্থী তালিকার দিক থেকে এগিয়ে থাকে শাসক দলই। কিন্তু এবার, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের তিন দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও শাসক দলের থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হওয়ায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গরমহলেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবশ্য বিধানসভা ভোট বা লোকসভা ভোটের মতো কেন্দ্রীয়ভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয় না। সাধারণত, জেলাস্তরে থেকেই এই প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তৃণমূল সূত্রে খবর, প্রায় ৬০ হাজার প্রার্থীর তালিকা জেলাস্তরে থেকে ঘোষণা করা হবে। যদিও বর্ধমান তৃণমূল নেতা সৌগত রায়কে এই দেরির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তাড়া কীরে? আজ ১২ তারিখ। ১৫ তারিখ পর্যন্ত সময় আছে।” আগামী ১৪ জুনের মধ্যে প্রার্থী তালিকা বেরিয়ে যাবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন হবে জুলাইয়ে, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে ভোটের দাবি কুস্তিগিরদের

নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ কুস্তিগিরদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছিলেন, ৩০ জুনই হবে কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন। কিন্তু সোমবার ইন্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়ে দেয়, ৩০ জুন নয়, কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন হবে ৪ জুলাই। কুস্তিগিরদের দাবি ছিল, যত দ্রুত সম্ভব ফেডারেশনের নির্বাচন করা যাবে। এবং সেই নির্বাচন হবেন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে হয়। কুস্তিগিরদের দাবি মতোই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মহেশ মিশ্রাল কুমারকে। তাকেই এই ভোটের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করল ইন্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশন। শুধু তাই নয়, এই নির্বাচনে আর একজন সহকারি রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য কর্মী নিয়োগ করা হবে।



তুলে নেন কুস্তিগিররা। যদিও তারা জানান, আগামী ১৫ জুনের পরই ফের টিক হবে আন্দোলনের রূপরেখা। এদিকে, রিজুভূষণের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশ। বহুসম্প্রতিবার পুলিশের তরফে তদন্ত এখনও পর্যন্ত কী কী উঠে এসেছে তা জানানো। যদিও রিজুভূষণ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখেই কেন্দ্রের থেকে বকেয়া টাকা পেল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখেই কেন্দ্রের থেকে বকেয়া টাকা পেল রাজ্য। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের থেকে পেয়েছে রাজ্য। পরিকাঠামো নির্মাণ, বিভিন্ন স্কিম পরিচালনার জন্যই এই অর্থ কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হল রাজ্যকে। এই টাকা মূলত ট্যাক্স বাবদ আদায় করা। যদিও তুলনামূলকভাবে সব থেকে বেশি টাকা পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ। ২১ হাজার ২১৮ কোটি টাকা উত্তরপ্রদেশকে দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছে ৮৮৯৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ নিয়ে ঝোঁষা তুঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কি বিরোধীদের দাবি মতো পিছিয়েই যাবে পঞ্চায়েত ভোট? এ দিন হাইকোর্টে পঞ্চায়েত মামলার শুনানির পর সেই জল্পনাই নতুন মাত্রা পেলে। কারণ এ দিন কলকাতা হাইকোর্টে ২০১৮ সালের মডেলে যেভাবে পঞ্চায়েত ভোট করার পরামর্শ দিয়েছে তাতে ভোটের দিন পিছিয়ে ১৪ জুলাই করতে হবে কমিশনকে। পঞ্চায়েত



ভোটের মনোনয়ন পেশের সময় কম এমং ভোট করাতে হবে কেন্দ্রীয়বাহিনীর নজরদারিতে-মূলত এই দুই দাবিতেই আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রশ্নে কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শুভেন্দু নিজে প্রধান বিচারপতির এজলাসে এসে উপস্থিত হন সরাসরি শুনানি শুনবেন বলে। সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় পঞ্চায়েত সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানি। প্রায় আড়াই ঘণ্টার শুনানি শেষে আদালত সাময়িক বিহিতিতে যায়। দুপুর আড়াইটে থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার দ্বিতীয় দফার শুনানি শুরু হয়। ইতিমধ্যেই প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম, পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলেছেন। বিচারপতি এ-ও জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে, এহেন ভোট প্রতিশ্রুতি যে কার্যকরী

পঞ্চায়েত নির্বাচন মামলা

দীর্ঘ শুনানির পরে অপেক্ষা রায়দান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত জোড় জনস্বার্থ মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে সোমবার রায়দান স্বগতি রাখল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার এই মামলার রায় দিতে পারে আদালত। এদিন সকাল ১১টা থেকে কলকাতা হাইকোর্টের ১ নম্বর এজলাসে পঞ্চায়েত মামলার শুনানি হয়। শেষ হয় বিকেল সোনে পাঁচটা নাগাদ। মাঝে ৪৫ মিনিটের মতো বিরতি ছিল। দু’টি ধাপে এই মামলার সওয়াল-জবাব চলল। এদিন হাইকোর্টে সশরীরে হাজির ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দুপুর আড়াইটে নাগাদ কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, “মামলাকারী হিসেবে আমি আজ আদালতে উপস্থিত ছিলাম। আমার মনে হয়েছে আদালত বুঝতে পেরেছে মামলাকারী কোনওভাবেই চাইছে না নির্বাচন বন্ধ করতে।” গত শুক্রবারের শুনানিতে হাইকোর্ট কমিশনকে বলেছিল, মনোনয়ন পর্বের সময়সীমা বাড়ানো যায় কিনা তা ভেবে দেখা হোক। সোমবারের শুনানিতে কমিশন জানিয়েছে, একদিন তা



বাড়ানো যেতে পারে (১৬ জুন পর্যন্ত)। এদিন কমিশনের পক্ষ থেকে এও বলা হয়েছে, অতীতেও সাত দিনের মনোনয়ন পর্বে নির্বাচন হওয়ার রেকর্ড বাংলায় রয়েছে। এবার যে প্রথম হচ্ছে তা নয়। পাণ্টা প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ প্রস্তাব দিয়েছে, ৮ জুলাইয়ের বদলে ১৬ জুলাই ভোট হোক। সেক্ষেত্রে মনোনয়ন পর্বের সময়সীমা বাড়িয়ে ২১ জুন পর্যন্ত করা যেতে পারে। বিকল্প একটি নির্ঘণ্টের কথা বলেছে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ। এখন দেখার এই শুনানি কখন শেষ হয়। কী রায় দেয় হাইকোর্ট। এদিন রাজ্য সরকারের পক্ষে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “নির্বাচনী নির্ঘণ্ট কী হবে তা ঠিক করার এজিয়ার নির্বাচন কমিশনেরই। আদালত এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।” কল্যাণের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেন, “জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। আদালত

যদি যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নির্দেশ দিতেই পারে।” শুধু তাই নয়। প্রবাস বিচারপতি এও বলেন, “মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে, মানুষের নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব আদালতের। সেটা ভুলে যাবেন না।”

প্রিয়াক্ষর ভোট প্রতিশ্রুতি মহিলাদের মাসে ১৫০০ টাকা, ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাস

ভোপাল, ১২ জুনঃ নির্বাচনী সাফল্য যে কোনও রাজনৈতিক দলকে অনুপ্রাণিত করে। কন্যাটিকে বিজেপিকে গোহারা হারিয়ে জিতেছে কংগ্রেস। তারপর এবার মিশন মধ্যপ্রদেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। সেই প্রচারের অগ্রভাগে রয়েছেন খোদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধি। কন্যাটিকের ভোট প্রচারে কংগ্রেস বেশ কিছু সামাজিক প্রকল্পের ঘোষণা করেছিল। অনেকে মনে করেন, সেই সব প্রতিশ্রুতি নির্বাচনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। সেই ধাঁচেই মধ্যপ্রদেশে প্রথম দফার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে দিল কংগ্রেস। যা অনেকটা বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সঙ্গে সমতুল। প্রিয়ঙ্কা ঘোষণা করেছেন, কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় ফিরলে মহিলাদের মাসে ১৫০০ টাকা করে দেবে। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া হবে ভর্তুকি মূল্যে। মাসে একটি সিলিন্ডার ৫০০ টাকায় পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কোনও মাসুল দিতে হবে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এহেন ভোট প্রতিশ্রুতি যে কার্যকরী

হচ্ছে, তা অতীতে দিল্লির নির্বাচনেও দেখা গিয়েছে। কন্যাটিকে কংগ্রেস এও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে বেকার যুবকদের মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কংগ্রেসের সেই সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে বছরে ৬৫ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে কন্যাটিক সরকারের। ঘটনা হল, কংগ্রেস বা



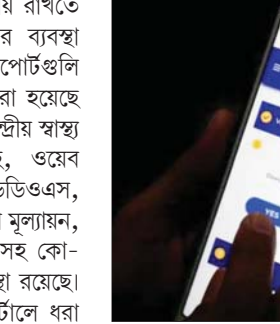
আঞ্চলিক দলগুলির এহেন ঘোষণা বেশ চাপে ফেলে দিয়েছে বিজেপিকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, এ হল ফ্রি কা রেবডি। অর্থাৎ বিনা পয়সার রাবডি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই সব কটাক্ষ গায়েও মাখছে না কংগ্রেস। বরং কন্যাটিকের ভোট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে শুরু করে দিয়েছে সিদ্ধারামাইয়া সরকার। মধ্যপ্রদেশে গত বিধানসভা ভোটেও বিজেপির তুলনায় বেশি আসনে

জিতেছিল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা কমলনাথ। তার পর জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কংগ্রেস ভেঙে বেশ কিছু বিধায়ক নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তাতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে কমলনাথ সরকার। এবং সরকারের পতন ঘটে। ওই ঘটনা ঐনৈতিক বলেই সমালোচনা করেছিলেন বহু মানুষ। এবার ফের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে নেমেছে কংগ্রেস। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এবার মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ভোট কুশলী হিসাবে ব্যবহার করছে সুনীল কানুগোলুকে। কন্যাটিকে প্রচারের কৌশল রচনায় সুনীলই ছিলেন কাণ্ডারী। মধ্যপ্রদেশে নির্বাচন মোটামুটি ভাবে নভেম্বর মাসে হওয়ার কথা। কিন্তু কংগ্রেস যেভাবে ৬ মাস আগে থেকে প্রচারে নেমেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে জাতীয় দল এবার কতটা সিরিয়াস।

কো-উইন অ্যাপ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য ‘ফাঁস’! বিবৃতি জারি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ কোভিড-১৯ টিকাদানের সরকারি পোর্টাল কো-উইন থেকে তথ্য ফাঁসের অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখতে কো-উইন পোর্টালে পর্বাণ্ড সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তথ্য ফাঁসের বিষয়ে রিপোর্টগুলি ভিত্তিহীন এবং ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্র। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল, অ্যান্টি-ডিভিওএস, এসএসএলটিএলএস, নিয়মিত দুর্বলতা মূল্যায়ন, পরীচয় এবং অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট-সহ কো-উইন পোর্টালে পর্বাণ্ড নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। শুধুমাত্র ওটিপির ভিত্তিতে এই পোর্টালে ধরা তথ্যের অ্যাক্সেস পান গ্রাহকরা। এই অভিযোগের বিষয়ে ভারতের কম্পিউটার সংক্রান্ত জরুরি প্রতিক্রিয়া দল, সিইআরটি-ইন-কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তদন্তের পর, এই বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রককে একটি রিপোর্ট জমা দেবে সিইআরটি-ইন। সোমবার সকালেই, কো-উইন

পোর্টাল থেকে ভারতীয় নাগরিকদের তথ্য ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র সাকেত গোখলে। কোভিড-১৯ টিকা দেওয়ার জন্য কো-উইন পোর্টালে যেসব



নাগরিক নাম নিবন্ধন করেছিলেন, আধার, পাসপোর্ট নম্বরের মতো তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘টেলিগ্রামে’ ফাঁস হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। ‘সাঁউথ এশিয়া ইনডেক্স’ নামে এক তথ্য ভিত্তিক নিউজ পোর্টালের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে সাকেত

গোখলে আরও দাবি করেন, বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিকদের তথ্যও সেখান থেকে ফাঁস হয়েছে। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন আরও বেশ কয়েকজন বিরোধী রাজনীতিবিদ। এরপরেই এক বিবৃতি প্রকাশ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টুইটারে কিছু পোস্টে দাবি করা হয়েছে, একটি টেলিগ্রাম বট ব্যবহার করে যাদের টিকা দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী বটটি শুধুমাত্র কোনও টিকাগ্রহণকারীর মোবাইল নম্বর বা আধার নম্বর দিয়ে তাঁর সব তথ্য বের করে নিচ্ছে। স্পষ্টতই এই ধরনের সমস্ত প্রতিবেদন ভিত্তিহীন এবং ক্ষতিকর প্রকৃতির। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কো-উইন পোর্টালে তথ্য গোপন রাখার জন্য পর্বাণ্ড সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এই পোর্টালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, কোউইন-এর ডেভেলপমেন্ট টিম নিশ্চিত করেছে যে এমন কোনও পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস বা এপিআই নেই, যেখান থেকে ওটিপি ছাড়া তথ্য পাওয়া যাবে।

২০২৩-এর সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার প্রিলিম ফল ঘোষিত, ১৪,৬২৪ জন পরীক্ষার্থী পৌঁছল মেইনসে

নয়াদিল্লি, ১২ জুন :৪চলতি বছরের সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার প্রিলিম ফল ঘোষণা করল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)। প্রিলিম পরীক্ষায় পাশ করে মোট ১৪,৬২৪ জন পরীক্ষার্থী পৌঁছল মেইনসে। প্রার্থীরা নিজেদের ফলাফল অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, http:upsc.gov.in-এ গিয়ে দেখতে পারবেন।ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি) সোমবার সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা ২০২৩-এর প্রিলিম ফলাফল ঘোষণা করেছে। কমিশন মোট ১৪ হাজার ৬২৪ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করেছে। প্রার্থীরা নিজেদের ফলাফল অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, upsc.gov.in-এ গিয়ে দেখতে পারেন। প্রিলিমিয়ার পরীক্ষা ২৮ মে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ সোর্টের থেকে মেইনস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা, কেঁপে উঠল ভবন



জোহানেসবার্গ, ১২ জুন : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা। রবিবার রাতে রিখটার স্কেলে ৫ মাত্রার ভূমিকম্পটি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের কাছে আঘাত হানে। সামান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর। ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য মতে, ভূমিকম্পে গৌতবে প্রদেশের ভবনগুলো কেঁপে ওঠে।ভূত্পরের প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের পাশেই দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম শহর এবং বণিজ্যিক কেন্দ্র জোহানেসবার্গ অবস্থিত। পুরো প্রদেশের বাসিন্দারা এ কম্পন অনুভব করেছেন। অনেকে ছোটখাটো কিছু কাঁচামোড় ক্ষতির ছবি সামাজিক যোগা ক্ষোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন।

৫ বন্ধুর ইতালি সফরের গল্প নিয়ে আসছে গুডবাই ভেনিস

কলকাতা, ১২ জুন : ছোট পর্দার গতি পেরিয়ে এবার বড়োপর্দায় নীল ভট্টাচার্য। পাঁচজন বন্ধুর ইতালি সফরের এক জীবনমুখী অভিজ্ঞতার জমজমাট গল্প নিয়ে আসছে গুডবাই ভেনিস। গল্পটি মূলত পাঁচ জন বন্ধুকে ঘিরে আবর্তিত। যাদের জীবন কলেজের শেষ দিনে একটি অপ্রত্যাশিত ছোট নোহ। তারপর মাঝখানে কেটে যায় গোটা তিনটে বছর। পাঁচ বন্ধুর মনোভাব হটাৎ করে একদিন ইতালিতে ছুটি কাতারের পরিকল্পনা করে আর এর মধ্যেই রয়েছে মিলান শহর থেকে ভেনিস পর্যন্ত একটা রোড ট্রিপ এই সফরের উন্মোচিত হয় বিভিন্ন ধরনের রহস্য। একটা নিখুঁত পরিপক্ব সম্পর্ক ভেঙে যায় আবার একটা ভঙ্গা সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায় এই গল্পে।বৈচে থাকা নাকি ভালো থাকা ? জীবন - সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের এক অদ্ভুত মেলবন্ধনের গল্প নিয়ে আসতে চলেছে এই গুডবাই ভেনিস। জীবন সীমাবদ্ধ এবং আমাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় বৈচে থাকা উচিত, এমনটাই দেখানো হয় এই ছবির শেষ দৃশ্যে।প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌরভ দাস, দর্শনা বণিক, নীল ভট্টাচার্য এবং দিব্যাশা দাস। ৫ নম্বর চরিত্রের নাম পরে প্রকাশিত করা হবে। ছবিটি ২০২৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে ফ্লোরে যাবে বলে জানিয়েছেন ছবি নির্মাতারা। ছবিটির সম্পূর্ণ স্টুডিং হবে ইতালিতে। ছবির পরিচালক নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় জানান এই ছবি সিনেমাপ্রেমীদের মন জয় করতে পারবে এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনার সাথে একটা যোগ স্থাপন করতে পারবে। ছবির পদে পদে আছে প্রেম, বন্ধুত্ব আর সম্পর্ক নিয়ে হাজার বস্তুত্ব। তিনি নির্দেশক হিসেবে এটি নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি স্বভাবতই এই ছবি নিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ আশাবাদী এবং উদ্ভিগ্ন। সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে রয়েছেন অর্নব লাহা। ছবিটি প্রযোজনা করছে কুইটে!জস স্টুডিওস। সুর এবং সঙ্গীতআলোক করবেন সৌম্য খ্তা। ছবিটির অ্যালবামে থাকছে সৌম্য খতের লেখা এবং সুর করা পাঁচটি গান।

তথ্য বন্টন সেতুতে সাহায্য করার জন্য প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জুন :তথ্য বন্টন সেতুতে সাহায্য করার জন্য প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে ভার্চুয়ালি জি-২০ বিকাশ মন্ত্রীদের বৈঠকে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আয়োজিত জি-২০ বিকাশ মন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন,



তথ্য বন্টন সেতুতে সাহায্য করার জন্য প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ডিজিটা

পাটনা-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ট্রায়াল রান

পাটনা, ১২ জুন : পাটনা-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ট্রায়াল রান শুরু হল সোমবার। সোমবার সকাল ৬.৫৫ মিনিট নাগাদ বিহারের রাজধানী থেকে ঝাড়খণ্ডের রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয় অত্যাধুনিক বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

ট্রেন। রাঁচিতে পৌঁছানোর সময় দুপুর একটা, এরপর ২.২০ মিনিট নাগাদ রাঁচি থেকে পাটনার উদ্দেশে রওনা হবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, পাটনা স্টেশনে এসে পৌঁছানোর কথা রাত ৮.২৫ মিনিটে।পূর্ব মধ্য রেলওয়ে জোন (হাজীপুর)-এর সিপিআরও

’বিপর্যয়’-এর প্রভাবের সাক্ষী হল মুম্বই ও নভসারি, দুই শহরের উপকূল হয়ে উঠল উত্তাল

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : উপকূলের দিকে যত এগিয়ে আসছে, ধীরে ধীরে ঘূর্ণিঝ। ‘বিপর্যয়’-এর প্রভাবও ততই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সোমবার সকালে ‘বিপর্যয়’-এর প্রভাবের সাক্ষী হল মায়ানগরী মুম্বই, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে সমুদ্রে ঢেউ ও

জলোচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। মেরিন ড্রাইভেও ঢেউ দেখা গিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ‘বিপর্যয়’-এর প্রভাব প্রবল বাতাস এবং ঢেউ গুজরাট উপকূলে আঘাত হানো। নভসারিতে উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্রাশ্রমস্ত, গুজরাটের কচ্ছ ও পাকিস্তানের করাচির মধ্যে

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে মাত্র ৯২ সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও নিম্নমুখী, থমকে গিয়েছে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও কিছুটা কমেছে, নেমে এসেছে ১০০-র নীচে। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৯২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২,৩৫০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে সৃষ্টি পাশাশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৯১ জনের (১.৮৭ শতাংশ)।কেন্দ্রীয়

গাজিয়াবাদে বহুতল ভবনে আগুনে মৃত্যু দুই মহিলার, সুরক্ষিত উদ্ধার ৮ জন

গাজিয়াবাদ, ১২ জুন : উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে একটি বহুতল ভবনে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন দুই মহিলা। সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৮ জনকে। সোমবার সকালে গাজিয়াবাদ জেলার লোনি এলাকার লালবাগ কলোনিতে

অবস্থিত বহুতল ভবনে আগুন লাগে। গাজিয়াবাদের মুখ্য দমকল অফিসার রাহুল কু মার পাল বলেছেন, আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, চিকিসাধীন অবস্থায় দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, শর্ট সার্কিট থেকে

আগুন লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। বাড়ির বেসমেন্টে তীব্র তৈরির কাজ চলত।মুখ্য দমকল অফিসার রাহুল কুমার পাল আরও বলেছেন, সোমবার সকাল ৬.৫২

নির্বাচনে নিরাপত্তার দাবিতে কমিশনে বিজেপি শিক্ষক সেনের দাবিপত্র

কলকাতা, ১২ জুন : আসম পঞ্চায়েত নির্বাচনের সকল স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষিকামী যারা ভোটকর্মী হিসাবে নিযুক্ত হবেন, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরার দাবি তুলল বিজেপি শিক্ষক শাখা। এই সঙ্গে শনিবার এই শাখার পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে একগুচ্ছ বিষয় নিশ্চিত করার দাবি তোলা হয়েছে।রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া বিজেপি শিক্ষক শাখার দাবিরকপিপাতে জানানো হয়েছে, ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসা, সন্ত্রাস, খুন, ভোট পরবত্তী

হিংসা, রাজ্য পুলিশের নির্লিঙ ভূমিকা শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট কর্মী হিসাবে আমাদের পরিবার আমাদের আতঙ্ক, উদ্বেগ, নিরাপত্তার অভাববোধ সর্বদা চিন্তিত করছে। এমনতবস্থায় আমাদের নিরাপত্তার অধিকারে আমরা চাইঃ১।.কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রতিটি বুথে সঠিকভাবে মোতায়েন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী হাড়া পশ্চিমবঙ্গের আসম পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০২৩ কোনওভাবে

নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে গ্রহন করা সম্ভব নয়২.গত পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮-র ভোট কর্মী এবং আমাদের সহকর্মী রাজকুমার রায়ের প্রাণ চলে গেছে। আমাদের পরিবার আমাদের ভোট গ্রহণের কাজে উদ্ভিগ্ন এবং ভোক্তা হিসাবে মুক্ত পরিবেশে ভোট গ্রহণ এবং ভোট পরবর্তী ভিত্তিআরসি-তে দ্রুত জমা এবং দ্রুত বাড়ি ফেরার গাড়ির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে৩.ভোটকর্মীদের থেকে একটি গোলাচত্বরে বাক সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকারে শান্তিপূর্ণ ভোট

দানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে৫.ভোট কেন্দ্রে উজ্জ্বল আলো, পান্য, চার্জিং পয়েন্ট, পানীয় জল এবং পরিষ্ক বাথরুমের বন্দোবস্ত করতে হবে৬. হোয়াটসে আপ গ্রুপ মাধ্যমেই ভোট কেন্দ্রর গন্তগোলের বার্তা প্রিসাইডিং অফিসার থেকে জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনের অফিসারকে যুক্ত করে রাখতে হবে দ্রুত সমাধানের স্বার্থে।৭.কৃষিক রেসপন্ড টিম এবং সেক্টর অফিসারকে হোয়াটসে অ্যাপ বাতীর মাধ্যমেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের অধীন মাতৃশক্তির তিন দিবসীয় প্রশিক্ষণ বর্গের উদ্বোধন মাধবধামে



করিমগঞ্জ (অসম), ১২ জুন গত শনিবার শ্রীগৌরী স্থিত মাধবধামে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের অধীন মাতৃশক্তির তিন দিবসীয় প্রশিক্ষণ বর্গ। প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে বর্গের উদ্বোধন করেন অতিথি ত্রিপুরা রাজ্যের মানব অধিকার, মহিলা কমিশনের সভানেত্রী বর্গালী গোস্বামী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র মন্ডল, প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়ক, সম্পাদক স্বপন শুক্লবৈদ্য প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কাছাড় জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট আর্মিজারী সুস্মিতা পুরকার্যস্বহর সভাপতিহুে বৌদ্ধিক অর্থা বক্তব্য প্রদান করেন প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র মন্ডল, অতিথি বর্গালী গোস্বামী সহ অন্যান্য। প্রত্যেকেই লাভ জেহাদের কৃফল প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন এবং সন্তানদেরকে সংস্কারের মাধ্যমে এর থেকে প্রতিকার পাওয়া যাবে বলেও মন্তব্য করেন। আর মাতৃশক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মায়াদের এমন প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি আরও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী করে তুলা হবে। বরাক উপত্যকার তিন জেলা সহ ত্রিপুরা, ডিমা হাসাও ইত্যাদি অঞ্চলের প্রায় দুই শত মহিলা এই প্রশিক্ষণ বর্গে অংশ গ্রহন করে প্রশিক্ষণ গ্রহন করবেন। এদিন প্রশিক্ষণ বর্গের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রান্ত স্তরের সকল কার্যকর্তা ছাড়াও বিভিন্ন জেলার কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত প্রচার ও প্রসার প্রমুখ শমীন্দ্র পাল এক প্রেসবাতীয়া অবধর জানিয়েছেন।

জি ২০-র বিকাশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক উন্নয়ন ইস্যুতে সংহতি প্রদর্শন করার একটি সুযোগঃএস জয়শঙ্কর



বারাণসী, ১২ জুন : জি ২০-র বিকাশ মন্ত্রী পর্যায়ের নৈঠক উন্নয়ন ইস্যুতে সংহতি প্রদর্শন করার একটি সুযোগ। বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সোমবার তিন বেলের, সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্ন, দীর্ঘাঘিত ঋণ সংকট এবং শক্তি, খাদ্য ও সার নিরাপত্তার উপর চাপের মধ্যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তিনি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানান। উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে জি-২০ বিকাশ মন্ত্রীদের সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময়, তিনি আরও বলেন, ভারত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রগতি ব্রূরান্তি করার জন্য একটি উচ্চাভিলাষী সাত বছরের কর্ম পরিকল্পনা পেশ করেছে, যা জি-২০ কাজের জন্য একটি সমন্বিত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রোডম্যাপ উপস্থাপন করেছে।রোডম্যাপটি ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং উন্নয়নের জন্য টোটা উৎসাহিত করা, নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে বিনিয়োগ, এবং ধরিত্রীকে রক্ষা করার জন্য শক্তির পরিবর্তন। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, জি-২০-এর বিকাশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আমাদের জন্য এই উন্নয়ন ইস্যুতে সংহতি প্রদর্শন করার একটি সুযোগ।

কাশ্মীরের হান্দওয়ারায় বিস্ফোরক উদ্ধার, পুলিশ বলল আইইডি নয় অনেক পুরানো মর্টার শেল

শ্রীনগর, ১২ জুন : জম্মু ও কাশ্মীরের হান্দওয়ারায় বিস্ফোরক উদ্ধার করল সুরক্ষা বাহিনী। সোমবার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কুপওয়ার হান্দওয়ারা-নওগাঁ রাজ্য মহাসড়কের একটি কালভার্টের কাছে ভাটপুরা গ্রামের একটি সাধারণ এলাকায় আইইডি উদ্ধার করেছে। যদিও পুলিশ বলল আইইডি নয়, অনেক পুরানো মর্টার শেল সেটি।পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে বিএসএফ-এর একটি রোড ওপেনিং পাট্রি জানায়, একটি কালভার্টের কাছে ভাটপুরা গ্রামের সাধারণ এলাকায় একটি ‘আইইডি’ উদ্ধার হয়েছে। পরে পুলিশ সেই বিস্ফোরকটি খতিয়ে দেখে এবং জানায় আইইডি নয়, অনেক পুরানো মর্টার শেল সেটি। উদ্ধার হওয়া মর্টার শেলটি বেশ কিছুদিন ধরে ওই স্থানে পড়ে থাকত বলে।

ফের আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস জম্মু-কাশ্মীরে, মঙ্গলবার থেকেই ভিজবে বৃষ্টিতে

শ্রীনগর, ১২ জুন : ফের আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস জম্মু ও কাশ্মীরে। মঙ্গলবার থেকেই বৃষ্টিতে ভিজবে জম্মু ও কাশ্মীরের নানা প্রান্ত। সোমবার এমনই পূর্বাভাস জারি করেছেজম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৩ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত আবহাওয়া ও সাধারণ লেহ-তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আগামী দিনে আরও বড় গোলামালের আশঙ্কা রাহুল সিনহার

কলকাতা, ১২ জুন : পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে আগামী দিনে আরও বড় গোলামালের আশঙ্কার কথা বললেন বিজেপির রাজ্য নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা। গত শনিবার তিনি বহরমপুরে একই অভিযোগ করেন।প্রচারমাধ্যমে তিনি বলেন, গত শুক্রবার প্রথম দিনে তৃণমূল প্রজন্মের আধাবে বেশি মনোানয়ন শেষ করতে পারেনি। তাতেই জেলায় জেলায় বিরোধীদের উপর সন্ত্রাস চলেছে। মনোানয়ন পেলের সংখ্যা বাড়বে আর রুকে রুকে বিরোধীদের উপর হামলার পরিমানও বাড়বে। এছাড়া শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলও রয়েছে।প্রসঙ্গত, মনোনায়নপর্ব শুরুস সঙ্গে সঙ্গে যে সব ঘটনা শুরু হয়েছে, তাতে বিজেপি-র অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ নীরব দশকের ভূমিকা পালন করেছে। দলের রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, এর পরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উপর আমাদের কোনও আস্থা নেই। আমাদের বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ ভাটে করতে অসক্ষম। এমন অবস্থায় আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানাচ্ছি। এছাড়াও যারা চুক্তিভিত্তিক কর্মী (সিভিক ভলেন্টারিয়ার্স, পার্শ্ব শিক্ষক প্রভৃতি) আছেন, তাদের ডোরেও কোনও কাজে যেন না ব্যবহার করা হয়।

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩জুন সোমবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩জুনঃ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাদ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৯ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ ৭ ময়সুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭১ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩৩, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্নাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ৮ঃ০১ দং ৪ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিজিঃযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩০ পর্যন্ত,তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩০ঃ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ১৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩০ঃ৬ঃ২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৫২ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৪৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ৪৪ঃ২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০ঃ৪৪ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রহচক্ি (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৯৯ (২৬) ২ পদবৃহঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহঃপতিঃ ১০২৯৪২২২ (২৫) ৬ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৩এপ্রীতি সেল্টিসেড ও (১) দিনের বেলায়। আশ্চক্কিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং ৫৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। সপ্তাহ ৭ টা ২০ মিনিট ভাঃ এবং রাত ৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উন্য় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ৬ টা ১৬ মিনিটে ।

রাশিফল
মেঘরাশিঃ আপনার মুখকরী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। বিপরীত লিঙ্গের কোনও মেটিডের সহায়তায় আজ আপনি ব্যবসা বা চাকরিতে তার্থিক সুবিধা পেতে পারেন।শুভদিন। বৃষভ রাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা আজ কাজে লাগতে পারে।।অর্থ ব্যয়। মিথুন রাশিঃআপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পৌী থাকবে। আর্থিক ব্যয়। কর্কট রাশিঃশরীরে ব্যথা দেবনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। শুভ দিন হবে। সিংহ রাশিঃএমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহহর্যক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে।। কন্যা রাশিঃআপনার পিতা মাতার প্রতি অর্মদা আপনার ভবিষ্যত সম্ভাবনা ক্ষুঃ করতে পারে। ভালো সময় কাটবে।ই খুব দীর্ঘ হয় না। বিবাহের যোগ হবে আজ তুলা রাশিঃআপনার মনকে ভালোবাসা, আশা, বিশ্বাস, সানুভূতি, আশাবাদ এবং বিশ্বস্ততার মত ইতিবাচক অনুভূতিগুলি গ্রহণে উৎসাহিত করুন। বিশেষ যাত্রা শুভ দিন। বৃশ্চিক রাশিঃপরিপ্রমের বিবন্ধ নেই।আজকে।সংসারে শান্তিহবে। ধনু রাশিঃআপনার সফর এবং সামাজিক জমায়েত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। মকর রাশিঃশীত ঋতু। সমন্যগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তা আজ ফলস্বরূপ ফল পাবে। কুর্শ রাশিঃআপনার স্বয়ভ্জালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হবে। মীন রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সফরটে লাগে দিনে যাচ্ছিলেন তারা আজ যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন।জীবনের সমস্যাসগুলি দূর করবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা যেভাবে ঠাকুরবাড়ির দখল নিতে গিয়েছিল তা অত্যন্ত নিন্দনীয় : শুভেন্দু

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : তৃণমূল কর্মীরা যেভাবে মতুয়াদের মন্দিরে ঝাণ্ডা নিয়ে ঢুকে জোর করে ঠাকুরবাড়ির দখল নিতে গিয়েছিল তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এর আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কেউ মতুয়াদের কাছে যাননি। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি কখনোই সেখানে ঝাণ্ডা নিয়ে প্রবেশ করেনি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ঝান্ডা নিয়ে যেভাবে ঠাকুরবাড়ি দখল করতে গেল তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি বলেন, মন্দিরে প্রবেশ করার আগে তাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে লিফট অনুমোদন নেওয়া উচিত ছিল। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, একজন লোকসভার সংসদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে তার কি পরিণতি তা পুলিশ বুঝতে পারবে। অন্যদিকে, অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ‘শান্তনু’ ঠাকুরকে নির্বাচনে হারিয়ে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন এ ব্যাপারে শুভেন্দু অধিকারী



বলেন, সাগরদিঘির মতো যদি পঞ্চায়েত ভোট হয় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, আগের দিন হাওড়া জেলা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। খুবই খারাপ অবস্থা। পুতিগন্ধময় চারিদিক। পরিকাঠামো নেই। অথচ একটা সাংসদের জন্য রাজ্যের যোগ্যগার থেকে প্রতিদিন পরিবহন এ-বং স্যানিটাইজেশনের কাজে এক

কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল সময় সরকারি আইনজীবীরা জিজ্ঞাসা করছিল সভায় কে কে আসবে, কি কি বক্তব্য রাখবে। এটা অন্য কোন সংগঠনের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করা হয়না। সনাতনীদের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করা হয়। সরকার তোষণ কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। ভোটের জন্য এপিজেনেটিক পলিটিক্স করা হচ্ছে। পরিয়ায়ী শ্রমিকদের ৮০ শতাংশ মুসলিম। পেটে ভাত দেয়নি, হাতে কাজ দেয়নি, শুধু বিজেপি জুজু আর গেক্সা ঝান্ডা আর এনআরসির ভয় দেখিয়ে ওরা ভোটব্যাঞ্চে পরিণত করে রেখেছে। ঠাকুরবাড়ি প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ওই মন্দির ট্রাস্টির মন্দির। উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়), ভাইপো গোটা পশ্চিমবঙ্গকে মনে করেন নিজের পরিবারের জাইগীরদার। ঠাকুরবাড়ির মন্দির সেখানে প্রবেশ করতে গেলে চিঠি দিয়ে অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। অনুমতি চাইলে তাঁরা দিতো। সেখানে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ দলের উচ্চ নেতৃত্ব সেখানে গিয়েছেন। সেখানে গেলে ঝান্ডা নিয়ে যাননি তাঁরা। আজ

তৃণমূলের লোকেরা সেখানে ঝান্ডা নিয়ে গিয়ে গায়ের জোরে ঠাকুরবাড়িকে দখল করতে চেয়েছেন। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ওখানে যুবরাজ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাথে সাথে বলেছেন প্রতি ৬ মাস অন্তর এখানে আসবেন। উনি সব জায়গায় তা বলেন। উনি বলেছেন শান্তনু ঠাকুরকে তিনি ভোটে হারিয়ে দেবেন। উনি যাকেই ভোটে হারাবেন বলেছেন তিনিই জিতেছেন। উনি সৌমিত্র খানকে বলেছিলেন লোকসভা ভোট তো দূরের কথা ১টা বুথে জিতলে রাআজনীতি ছেড়ে দেবেন। সৌমিত্র ২ লক্ষ ভোটে জিতেছিলেন কিন্তু ভাইপো রাজনীতি ছাড়েন নি। তৃণমূলের সব ল্যাম্পপোস্ট। একটাই পোস্ট, ১৪ তলায় বসে আছে আর কবে প্রধানমন্ত্রী হবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গায়ে হাত দিয়েছে। যা যা করার তা করা হবে। ওখানকার পুলিশ তৈরি থাকুন। লোকসভার সদস্যের গায়ে হাত দিলে কি হয় তা নলদাস আইপিএস অফিসাররা বুঝতে পারবে।

দূরন্ত বার্তা, ভাঙড়, (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১২ জুন : ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্বের বাকি দিনগুলি শান্তিপূর্ণ রাখতে মনোনয়ন কেন্দ্রের এক কিলোমিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজা নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশ মতোই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে নিরাপত্তা বলয় আরও শক্ত করেছে পুলিশপ্রশাসন। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসের বাইরে বসানো হয়েছে অস্থায়ী পুলিশ কিয়দ্ব। ভিতরে বাইরে ব্যারিকেড। সোমবার সকাল প্রশাসনকে আরও তৎপর হতে দেখা গিয়েছে। গত শুক্রবার থেকে পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্ব শুরু হয়েছে। কিন্তু, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে ঘিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ নানা জেলায় অশান্তি হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে মনোনয়ন কেন্দ্রের এক কিলোমিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজা নির্বাচন কমিশন। এদিকে, সোমবার মনোনয়ন পর্ব শুরু হওয়ার আগে ভাঙড়ে ‘শান্তির বার্তা’ দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

১৪৪ ধারার নির্দেশ পেয়ে ভাঙড়ে কড়া প্রশাসন, বসল পুলিশ কিয়দ্ব

দূরন্ত বার্তা, ভাঙড়, (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১২ জুন : ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্বের বাকি দিনগুলি শান্তিপূর্ণ রাখতে মনোনয়ন কেন্দ্রের এক কিলোমিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজা নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশ মতোই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে নিরাপত্তা বলয় আরও শক্ত করেছে পুলিশপ্রশাসন। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসের বাইরে বসানো হয়েছে অস্থায়ী পুলিশ কিয়দ্ব। ভিতরে বাইরে ব্যারিকেড। সোমবার সকাল প্রশাসনকে আরও তৎপর হতে দেখা গিয়েছে। গত শুক্রবার থেকে পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্ব শুরু হয়েছে। কিন্তু, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে ঘিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ নানা জেলায় অশান্তি হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে মনোনয়ন কেন্দ্রের এক কিলোমিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজা নির্বাচন কমিশন। এদিকে, সোমবার মনোনয়ন পর্ব শুরু হওয়ার আগে ভাঙড়ে ‘শান্তির বার্তা’ দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বর্ষার প্রতীক্ষায় উত্তরবঙ্গ, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী কিছু দিন বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টি হলেও অস্থিতি বজ্রায় থাকবে তিলোত্তমা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে।
গরমের দাপট থাকতে পারে পশ্চিমের জেলাগুলিতেও। এদিকে, উত্তরবঙ্গে বর্ষার আগমণ এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বর্ষা প্রবেশ করবে উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই। সোমবার সকাল থেকেই ঘোষাচ্ছন্ন ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। আবহাওয়া ছিল মনোরমই। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত শুষ্ক ও আর্দ্রতাজনিত আবহাওয়া থাকবে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, অলিপুরদুয়ার ও কালিম্পঙও আগামী কিছুদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

গভীর রাতে আচমকা ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড ৪টি বাড়ি



মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,১২ জুন : গভীর রাতে আচমকা ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড ৪টি বাড়ি, সম্পূর্ণ উড-এ গেছে ঘরের চাল। ঘটনাটি ঘটেছে শ্যামপুরের খাডুবেড়িয়া পঞ্চায়েতের রাখানগরে। রবিবার রাত্রি আড়াইটা নাগাদ হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় ওঠে, এলাকার সমস্ত মানুষ তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, পেশায় জরিির কাজ করেন মনিরা বিবি বলেন হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের পাশাপাশি ৪টি বাড়ি লন্ডভন্ড হয়ে যায়, মুহূর্তের মধ্য উড়ে যায় পাশাপাশি ৪টি ঘরের চাল। অপর ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক মঞ্জুরা বিবি,হাসিনা বেগম, ফরিদুল সেখ একই কথা বলেন, এবং আরো বলেন যে কোনো মানুষের ক্ষতি হয় না এটিই ওপরওয়ালার কাছ থেকে বড়ো প্রাপ্তি। স্থানীয় ব্যক্তি সেখ বাপন বলেন রাত্রিতেই আমরা খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে আসি এবং উদ্ধার কাজে হাত লাগাই। খাডুবেড়িয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শ্যামল কুমার সামন্ত বলেন যাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারা প্রত্যেকেই গরিব মানুষ, পঞ্চায়েতের পক্ষহতে আপাতত ৪টি পরিবারকে ৪টি ত্রিপল দেওয়া হয়েছে, এবং বিভিন্ন ও অফিস থেকে প্রয়োজনীয় ত্রান সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বলে জানান।

বিহারের নিখোঁজ যুবক চুঁচুড়ায় উদ্ধার

বনস্পতি দে, হুগলি, ১২ জুন : বাড়ির ছেলে নিখোঁজ হয়েছিলেন। তাকে খুঁজে না পেয়ে ভেবেছিলেন মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। পুত্রের খোঁজ না পেয়ে শোকে মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। নিখোঁজ হওয়া সেই যুবককেই খুঁজে পেল এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘আরোগা’। শুধু তাই নয়, তাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতেও তুলে দেওয়া হয়। যুবকের নাম মহম্মদ ইশাক(৬২)। ইশাকের বাড়ি বিহারের দ্বারভাঙা জেলার বহেরা থানার বেণীপুরে। এক বছর আগে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় তিনি। পুত্র শোকে মৃত্যু হয় মায়ের। ছেলে মারা গিয়েছে খরে নিয়েছিল পরিবার। তবে আচমকাই এল খবর। হুগলির চুঁচুড়া থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ইশাক। সূত্রের খবর, হুগলি গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বর্ণালী পাল ভট্টাচার্য। তিনি খাদিনা মোড়ের একটি মিষ্টির দোকানের সামনে এক যুবককে তিনচারদিন ধরে বসে থাকতে দেখেন। সন্দেহের বশে খবর দেন ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে। ইশাকের সঙ্গে কথা বলে বিহারে দ্বারভাঙার বেণীপুরের কথা জানতে পারে আরোগ্যের সদস্যরা। যোগাযোগ করা হয় দ্বারভাঙার বহেরা থানায়। থানা জানায় এক বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিল ইশাক। পুলিশ তাঁর পরিবারকে ডেকে কথা বলায় ওই সংস্থার সঙ্গে। সোমবার বিহার থেকে বাবা মজলুম,ভাইপো মহম্মদ ফারুক এসে ফিরিয়ে নিয়ে যান ইশাককে। ইশাকের বাবা বলেন, ছেলের শোকে ওর মা খইরুল খাতুন মাস চারেক আগে মারা যান। আমরা হন্যে হয়ে খুঁজেছি পাইনি। দু’দিন আগে থানা থেকে খবর পাই। ওর কাকা মুম্বইয়ে দিন মজুরির কাজ করত। কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। তারপর হঠাৎই মানসিক সমস্যা শুরু হয়। তারপর বাড়িতেই থাকত। একদিন নিখোঁজ হয়ে যায়। চুঁচুড়ার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য ইন্দ্ৰজিৎ দত্ত বলেন,হুগলি গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কাছ থেকে খবর পেয়ে বিহারে যোগাযোগ করি। যুবকের পরিবার এসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এটা খুব ভাল লাগছে।

বিগত মাসে রেকর্ড উপার্জন পঞ্জীয়ন করেছে ডিএইচআর পর্যটকদের সমাবেশ বৃদ্ধি করতে আকর্ষণীয় সুবিধা প্রদান

মালিগাঁও, ১২ জুন : উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের ইউনেস্কোর ঐতিহ্যবাহী দার্জলিং হিমালয়ান রেলগেজে (ডিএইচআর) ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের মে মাসে ডিএইচআর এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ উপার্জন ও যাত্রী সমাবেশ চিহ্নিত করেছে। সফল হয়েছে। ২০২৩-এর মে মাসে ৩.৫৭৭কোটি টাকার কাছাকাছি এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ মাসিক রাজস্ব উপার্জনের রেকর্ড করেছে ডিএইচআর। ২০২২সালের মে মাসে ৩.১৯কোটির তুলনায় এটি প্রায় ১১.৯২শতাংশ অধিক। অধিক ফলে রাইড পরিষেবা চালু করার ফলে এই বর্ধিত উপার্জন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এই পিকসিজনদের সময় এই সেকশনে পর্যটকদের বিশাল সমাবেশ এবং যাত্রী ট্রাফিক হয়েছে।

ভুয়ো নামে ব্যাংক একাউন্ট,কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : ভুয়ো নামে ব্যাংক একাউন্ট খুলে সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রীর চক্র আটকাতে রাজ্য সরকার কড়া পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। এই রকম বেশ কিছু ব্যাংক একাউন্ট চিহ্নিত করে ইতিমধ্যেই সেখানে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এইভাবে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় এক হাজার তিনশো কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন আটকানো গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।উল্লেখ্য একটি খরিফ মরসুমে একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪৫ কুইঃটাল ধান সরকারি সহায়ক মূল্যে বিক্রী করার পেরেন। কিন্তু একটি অসাধু ডক্টর সহযোগীতায় ভুয়ো একাউন্ট তৈরি করে অনেকেই সরকারের কাছে বেশি ধান বিক্রী করছে বলে অভিযোগ আসার পরেই দপ্তরের তরফে আরও সক্রিয় হয়ে অভিযান চালানো হয়।

স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ভোটকর্মী ঐক্যমঞ্চ

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দাবি জানিয়ে নির্বাচনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ভোটকর্মী ঐক্যমঞ্চ আজ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই কেন্দ্রের বিধায়ক সাধন পাণ্ডের মৃত্যু হলেও এখনও কেন সেখানে উপনির্বাচন করানো গেল না ঐক্যমঞ্চের তরফে কমিশনের কাছে সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। মানিকতলার মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই কেন্দ্রে নির্বাচন করানোর দাবি জানানো হয়েছে বলে ঐক্য মঞ্চের তরফে স্বপ্নন মন্তল জানিয়েছেন। উল্লেখ্য নিয়ম অনুযায়ী বিধায়কের মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে সেই কেন্দ্রে উপনির্বাচন করতে হয়।

রাজ্যের নতুন কর্মসূচিতে সাড়া

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে তা দ্রুত নিষ্পত্তিতে রাজ্য সরকার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী নামের যে নতুন কর্মসূচী চালু করেছে তার প্রথম দুই দিনে সেখানে দশ হাজারের বেশি মানুষ হেজ্জলাইনে ফোন করে নিজেরসে সমস্যার কথা জানিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। মূলত বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, সরকারি হাসপাতালে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ অভিযোগ জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত বৃহস্পতিবার নবান্ন প্রমুখের সঙ্গে এই কর্মসূচির সূচনা করে সব অভিযোগ সাত থেকে পনেরো দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানিয়েছিলেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা যেভাবে ঠাকুরবাড়ির দখল নিতে গিয়েছিল তা অত্যন্ত নিন্দনীয় : শুভেন্দু

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : তৃণমূল কর্মীরা যেভাবে মতুয়াদের মন্দিরে ঝাণ্ডা নিয়ে ঢুকে জোর করে ঠাকুরবাড়ির দখল নিতে গিয়েছিল তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এর আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কেউ মতুয়াদের কাছে যাননি। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি কখনোই সেখানে ঝাণ্ডা নিয়ে প্রবেশ করেনি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ঝান্ডা নিয়ে যেভাবে ঠাকুরবাড়ি দখল করতে গেল তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি বলেন, মন্দিরে প্রবেশ করার আগে তাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে লিফট অনুমোদন নেওয়া উচিত ছিল। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, একজন লোকসভার সংসদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে তার কি পরিণতি তা পুলিশ বুঝতে পারবে। অন্যদিকে, অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ‘শান্তনু’ ঠাকুরকে নির্বাচনে হারিয়ে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন এ ব্যাপারে শুভেন্দু অধিকারী

ঠাকুরনগর ‘অপবিত্র করার অপচেষ্টা’, প্রতিবাদ তথাগত, তরুণজ্যোতির

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : ঠাকুরনগরের মহামন্দির ‘অপবিত্র করার অপচেষ্টা’র প্রতিবাদ জানানোর প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। সোমবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের পরম্পরা সগর্বে বহন করছেন তাঁদের উত্তরসূরী শান্তনু ঠাকুর। ঠাকুরনগরের মতুয়া মহামন্দির অপবিত্র করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী প্রতিবাদের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। ভারতীয় যুব জনতা মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি টুইটারে এ দিন লিখেছেন, মন্দিরে চোর ডাকাতের কি কাজ? ওটা ঠাকুরবাড়ি, কালীঘাটের চোরগুলোর পাঠশালা না। ভাইপো যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে তত ভালো। অপর টুইটে তরুণজ্যোতি লিখেছেন, ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদের নামে জয়ধ্বনি না দিয়ে ভাইপোকে তুষ্ট করতে পবিত্র মতুয়া মাটিতে দাঁড়িয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছে? ছিঃ! ঠাকুর বাড়িতে আজকে রাজনীতির মঞ্চ বানিয়ে ফেললো তৃণমূল। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে এর জবাব মানুষ দেবে। প্রসঙ্গত, রবিবার ঠাকুরনগরে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে থেকেই দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল ঠাকুরনগরে। তিনি চলে যাওয়ার পরে সেই অশান্তির আঁচ এসে পড়ল একেবারে গাইঘাটার চাঁদপাড়া হাসপাতালে। সেই অশান্তির জেরে বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তিনাথ সহ কয়েকজন জখম হন।

শহরের উষ্ণতম দিনে ফিরছে বিক্রম-সোলাঙ্কি



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : পুরনো জুটি ফিরছে নতুন রুপে। ধারাবাহিকে জুটি বাধার পর এবার বড়পর্দায় বিক্রম-সোলাঙ্কি। প্রকাশ্যে বিক্রম-সোলাঙ্কির নতুন ছবি শহরের উষ্ণতম দিনেএর পোস্টার। আগামী ৩০ জুন বড়ো পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবি। শহরের উষ্ণতম দিনেএর পরিচালক অরিন্দ্র সেন। পরমরত্ন চট্টোপাধ্যায় ও তন্ময় ব্যানার্জি এর প্রযোজনাতো মুক্তি পাবে এই ছবি। ছবির পোস্টারে রোমান্টিক লুকে দেখা গিয়েছে অভিনেতা বিক্রম চ্যাটার্জী ও অভিনেত্রী সোলাঙ্কি রায়কে। এই ছবিতে বিক্রমের চরিত্রের নাম ঋতবান। ২৮ বছর বয়সের একজন ফটোগ্রাফার সে। পি এইচ ডি স্কলারও। অন্যদিকে এই ছবিতে সোলাঙ্কির চরিত্রের নাম অনিন্দিতা। ২৮ বছরের একজন ঝলমলে রেডিও জকি সে। আত্মবিশ্বাসী অনিন্দিতা চেয়েছিল বিদেশে পড়তে যেতে, সম্ভব হয়নি তা! কলকাতার প্রতি অদম্য ভালোবাসা কোথাও আটকে রাখে তাকে। পুরনো প্রেম, বন্ধুত্ব গুলো বরাবর তার কাছে দামি। এই ছবিতে অনানান প্রথমে চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা সুজয় প্রসাদ চ্যাটার্জী, দেবপ্রিয় মুখার্জী, অনামিকা চক্রবর্তী, রাহুল দেব বোস, অনিন্দ্য চ্যাটার্জী। ছবিতে গান গায়েছেন তিমির বিশ্বাস, লগ্নজিতা চক্রবর্তী, অর্নব দাস। ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সঙ্গীত পরিচালক নবরাজ বোস ও সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন বাসুদেব চক্রবর্তী।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া নিয়ে উত্তপ্ত কাকদ্বীপ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১২ জুন : মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে ঘিরে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কাকদ্বীপ। এদিন সিপিআইএম প্রার্থীদের নমিনেশনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এর পরেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা লাঠি নিয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের তড়া কতে। পরে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উল্লেখ্য, আগামী ৮ জুলাই হবে এবারের পঞ্চায়েত ভোট। সেই মোতাবেক শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে ১৫ তারিখ পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন প্রার্থীরা। আচমকা নির্বাচনের নির্ধক্ট ঘোষণা ও মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় নিয়ে আপত্তি তুলেছেন বিরোধীরা। এমনকী নির্বাচন ঘোষণার আগে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়নি বলেও অভিযোগ ওঠে। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বিজেপি কংগ্রেস জেডা মামলা করেছে কলকাতা হাইকোর্টে। সোমবার তার শুনানী চলছে হাই কোর্টে।

এবার থেকে ফ্ল্যাটের মালিকেরাও পূর্তপ্তর থেকে জেমির পরচা পাবেন

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : এবার থেকে ফ্ল্যাটের মালিকেরাও রাজ্যের ভূমি দফতরের কাছ থেকে জমির পরচা পাবেন। এর ফলে সরকারের রাজস্ব আদায় যেমন বাড়বে তেমনি ফ্ল্যাট মালিকদের খাজনা মেটানোর পদ্ধতি আরও সরল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এতদিন ফ্ল্যাট মালিক কোনও পরচা পেতেন না। অর্থাৎ, কেনা সম্পত্তির কোনও স্বীকৃতি ছিল না রাজ্যের ভূমি ও ভূমিসংস্থার দফতরের কাছে। এই কথা মাথায় রেখে এবার রাজ্যের সরকার প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য পৃথক পরচা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই পরচাভার ভিত্তিতে ফ্ল্যাট মালিকরা ব্যক্তিগতভাবেই খাজনা মেটাতে পারবেন।তার ভাড়ার ফ্ল্যাটে পরচা মিলবে না। এমনকি ফ্ল্যাটের মালিকানা স্বত্ত্ব নিয়ে কোনও বিবাদ বিচারাধীন থাকলেও পরচা মিলবে না।

রাজীব সিনহাকে তাঁবেদার আখ্যা দিলীপের নির্বাচনে কমিশনের ১৪৪ ধারার প্রতিক্রিয়া

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুন : সরকার চাইবে তাদের তাঁবেদার লোক, সেটাই করেছেন। রাজীব সিনহাকে নির্বাচন কমিশনার করা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। সোমবার সকালে নিউটাইউন ইকোপার্ক প্রাং: ভ্রমনে এলে দিলীপবাবুকে প্রশ্ন করা হয়, শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, এই মনোনয়ন ঠিক হোক দল থেকে বের করে দেওয়ার দাবি করেছেন মদন মিত্র। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে দিলীপবাবু বলেন, মদন মিত্রের কথা কে শোনে? তাকেই



মানুষের কাছে কোনও গুরুত্ব নেই।পঞ্চায়েত নির্বাচনে কমিশনের ১৪৪ ধারা হয়তো আমাদের জন্যই করেছে। এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ সোমবার

সকালে নিউটাইউন ইকোপার্কে প্রাং: ভ্রমনে এসে দিলীপবাবু বলেন, দেখুন জারি করলে তো কেউ মানবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরাই ১৪৪ ধারা কিছু মানে না। পুলিশ নাই সিডিক পুলিশ লাঠি হাতে গরু তড়াচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাদের গায়ে হাত বোলাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে সেটিং। ১৪৪ ধারা হয়তো আমাদের জন্যই করেছে। ওরা মারপিট করলে যাতে আমরা ঠেকাতে না পারি। বাইরের গন্ডগোল তো পুলিশ ঠেকাতে পারবেনা! পুলিশ চাইলে ওই এলাকায় কাউকে ঢুকতে দিতে না পারে। কেউ মানবে না ১৪৪ ধারা। আজ থেকে মনোনয়ন বেশি হবে, গন্ডগোলও বেশি হবে। তৃণমূল কংগ্রেস যদি চায় গন্ডগোল বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিকা কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে সেখানে গন্ডগোল হচ্ছে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে।

পুলিশের তৎপরতায় এবার উদ্ধার একটি মানসিক ভারসাম্য হীন মহিলা দক্ষিন বারাসাত থেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১২ জুন : পুলিশের তৎপরতায় দক্ষিন বারাসাত থেকে উদ্ধার এক মানসিক ভারসাম্য হীন এক মহিলা।রবিবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ টহলরত অবস্থায় দক্ষিন বারাসত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলের সামনে একটি মেয়েকে অস্বাভাবিক আচরণে যোরাঘুরি করতে দেখে টহলরত পুলিশকে খবর দেন। আর তাঁর পরে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশ মেনে এ এস আই সুব্রতী পাল ঐ মহিলাটিকে উদ্ধার করে প্রথমে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়।এবং সেখান থেকে ঐ মেয়ে টিকে পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করান।পুলিশ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে সে মানসিক ভারসাম্য হীনে।সে পুলিশকে একবার কুলতলি, একবার জয়নগর তোর একবার মগরাহাট বলে। আর রবিবার সারারাত জয়নগর থানার পুলিশ তাদের নিজস্ব সোর্স মারকত কুলতলি থানা ও মগরাহাট থানার

সহায়তায় মগরাহাটের তাঁর বাড়ির ঠিকানার সন্ধান পায়। আর জানা

বাবা।ধন্যবাদ

জানান পুলিশকে।মেয়েটির বাবা সোমবার



যায় ঐ মহিলাটির নাম রূপালি কুলে, বাড়ি মগরাহাট থানার কুলেপাড়া কাটাপুকুর এলাকায়। আর এই খবর পেয়ে সোমবার ঐ মহিলাটির বাবা পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় তার মেয়েকে। আর মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুশি মেয়েটির

বলেন, তাঁর মেয়ের একটু মাথার পবলেম আছে। গত বুধবার থেকে মেয়ে আচমকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।তারপর থেকে অনেক খোঁজ খুঁজ করেও মেয়ের কোনো খবর না পেয়ে কি করবে। বুঝতে পারছিলাম না।অবশেষে মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুব ভালো লাগলো।

পঞ্চায়েতের নমিনেশন ঘিরে হাওড়ার বালিজগাছা বিডিও অফিসে উত্তেজনা

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জুন : পঞ্চায়েতের নমিনেশন ঘিরে হাওড়ার বালি-জগাছা বিডিও অফিসে উত্তেজনা। এবার নমিনেশনে বাধাদানের অভিযোগ তুললেন খোদ তৃণমূলের মহিলা কর্মাধ্যক্ষ। তবে তিনি দাবি করেন বাধাদানকারীরা কোন রাজনৈতিক দলের তা তিনি বলতে পারবেন না। অবশ্য বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের বর্তমান বিধায়ক এবং প্রাক্তন বিধায়ক মন্ত্রী অনুগামীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মনোনয়ন ঘিরে এই অশান্তি হয়। অভিযোগ, এই ঘটনায় নিগৃহীত হন ওই মহিলা কর্মাধ্যক্ষ সহ তৃণমূলের একাধিক কর্মী। হাওড়ার বালিজাগাছা ব্লক বিডিও অফিসের ঘটনায় সোমবার উত্তেজনা ছড়িয়েপড়ে। জনা গেছে, রবিবার তার থেকেই শুরু হয় গন্ডগোল। উত্তেজনা থাকায়

ঘটনাস্থলে আসে লিলুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাক। এদিকে, এদিন বিজেপির তরফ থেকেও নমিনেশন জমা দিতে না

পারার অভিযোগ তোলা হয়। বালিজগাছার খাদের কর্মাধ্যক্ষ তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায় জানান, আমরা এখানে এসেছি নমিনেশন জমা দেব বলে। কিন্তু আমাকে দেখে ওখানকার কিছু ছেলে অস্বীল ভাষায় কথা বলে। এমন কি চলে যাবার সময় কাপড় পর্যন্ত টানো। জানি না এরা তৃণমূল কংগ্রেস করে কিনা। বা গেছে, রবিবার তার থেকেই শুরু হয় গন্ডগোল। উত্তেজনা থাকায়

নমিনেশন জমা দিতে পারি সেখানে এমন কাজ কেউ করছেন ভাবতে পারিনা। অন্যদিকে, এই ঘটনার বিষয়ে হাওড়ার ডোমজুড় বিমানসভার বিজেপির কর্মীদের রামকৃষ্ণ সেনাতি বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে কাজ চলছিল। কিন্তু দেখলাম তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা কে কার লিস্ট ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে লোক ডাক। এখানে একটা দ্বৈরথ চলছে। এটা প্রাক্তন বিধায়ক মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বর্তমান বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের দলের মধ্যে গন্ডগোল। এদের মধ্যে বিবাদ চলছে। এই দুই গোষ্ঠীই ফর্ম তুলছে। বর্তমান বিধায়ক বাধা দিচ্ছে। আমাদের সমর্থককে অকারণে ঘাড় ধাক্কা দিলে বার করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে পুলিশকে জানানো হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৯৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

জার্মানির উদ্যোগ

পরমাণু ব্যবহার করার হুমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের শক্তিশ্বর রাষ্ট্রগুলি। এখন সব রাষ্ট্রের হাতেই পরমানু বোমা রয়েছে। ভারতের পাশের দেশ পাকিস্তান এবং চিন দেশেও পরমানু রয়েছে। ভারতের দিকে তাক করে বেশ কয়েকবার পাকিস্তান হুমকি দিয়েছিল যে পাকিস্তান হচ্ছে পরমানু শক্তিশ্বর রাষ্ট্র সেটা যেন ভারত না ভুলে যায়। এখন কথায় কথায় পরমাণু শক্তির কথা বলা হয়ে থাকে। এদিকে উত্তর কোরিয়া কাউকে তোয়াক্কা না করে কেবল পরমাণু ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন আমেরিকাকে বড় শত্রু বলে মনে করে। তাইওয়ান দখল করার লড়াইয়ে তারা চিনের সঙ্গে থাকবে সেটা পরিস্কা। উত্তর কোরিয়া বারবার আমেরিকারে পরমাণু হুমকি দিতে শুরু করেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবেন না সেটা

পরিস্কার। তিনি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে বলেছেন উত্তর কোরিয়াকে সংযত হয়ে চলতে।

যদি উত্তর কোরিয়া সংযত না হয়ে চলে তাহলে তাদের বিপদ রয়েছে সেটা পরিস্কার করে দিয়েছেন জো বাইডেন। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা সফর শুরু হচ্ছে। জো বাইডেনের আমন্ত্রণে তিনি আমেরিকার যাচ্ছেন। আমেরিকার সঙ্গে সামরিক, চিন তাইওয়ান, রশ ইউক্রেন যুদ্ধ এবং জি-২০ সম্মেলন নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতকে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করার ব্যাপারে বিশদে আলোচনা করা হবে। এদিকে পাকিস্তান যেভাবে ভারত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমস্ত ইসলামিক দেশগুলিকে একত্র করে কাম্বীরকে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করার চেষ্টা করছে তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে চিন সরকার। এদিকে আফগান কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। তবে তারা আগে বলেছিল পাকিস্তান হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় ঘর। এই দ্বিতীয় ঘরের বিপদ হলে নিশ্চয় তারা চূপ করে বসে থাকবে না। পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তান কি করবে এখন সেটাই দেখার। চিন তো পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করবে এটা পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। চিন-পাক ভাই ভাই স্লোগান উঠতে শুরু করেছে। তবে চিনের সঙ্গে যাদেরই সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তারা চিন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তার মানে হচ্ছে চিন কাউকে বিশ্বাস করেন না। একমাত্র তাদের নিজেদের ছাড়া। ফলে পাকিস্তান কতখানি চিনের সহযোগিতা পাবে সেটাই দেখার। সারা বিশ্বে যখন পরমাণু হুমকি সুর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে তখন জার্মান পরমাণু শক্তি থেকে বের হয়ে দেশকে রক্ষা করা পথ তৈরি করেছে। আগামী দিনে পরিবেশকে রক্ষা করতে সারা বিশ্বেক লড়াই করতে হবে। বিশ্বের পরিবেশ ক্রমশ বিধাক্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবেশ রক্ষা করতে গেলে পরমানু বোমা তৈরি করা এবং তাকে ব্যবহার করার কথা ভাবলে চলবে না। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে গেলে পরমানু শক্তিকে বাদ দিতে হবে। সারা বিশ্ব যখন পরমাণু শক্তির হুমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিমাণু যুদ্ধের দিকে পা ফেলছে তখন জার্মান তিনটি পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে দিল।

তীব্র জ্বালানি সঙ্কট

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে তীব্র জ্বালানি সঙ্কট তৈরি হয়েছে বিশ্বে। গোটা ইউরোপ এখন জ্বালানি ব্যবহার কমা করতে শুরু করে দিয়েছে। বিকল্প হিসাবে সৌর শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি করলে মন দিতে শুরু করেছ ইউরোপের দেশগুলি। পিছিয়ে নেই আমেরিকাও। তারা এখন সৌর শক্তির ওপরে নির্ভর করতে শুরু করে দিয়েছে। পরমাণু শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার ফলে সবার হাতে এখন পরমাণু অস্ত্র গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তার ফলে যে কোনও রাষ্ট্র মাথা গরম করে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করলে পৃথিবীটা একবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। পরমাণু অস্ত্র থেকে এবং পরমাণুশক্তি নির্ভরতা কামাতে জার্মান এবারে এগিয়ে এলো। তারাই প্রথম পরমাণু তিনটে চুল্লি বন্ধ করে দিল। ২০০২ সাল থেকে পরমাণু ব্যবহার করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র জার্মান। ২০১১ সালে জাপানে ফুকুশিমা- দাঁচি পরমাণু বিপর্যয়ে পরে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দিতে থাকে জার্মানদের চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল। অবশেষে ২০২৩ সালে পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে দেওয়া হল। ইউক্রেন রশ যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে গ্যাসের অভাব দেখা দিতে শুরু করে। এই অবস্থায় পরমাণু চুল্লি চালিত রাখা হলে তার পেছনে ব্যয় যত্নর। সেই ব্যয় তার গ্রহণ করা হলে দেশের উন্নয়ন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। মানব উন্নয়ন আর করা সম্ভব হবে না। সভ্যতার বিকাশ একেবারে থমকে যাবে। এর হাত থেকে রেহাই পেতে পরমানু চুল্লি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো জার্মান। জার্মানের মানুষ খুব খুশি। তারা মনে করছে জার্মানের পথ অনুসরণ করে সবাই পরমাণুকে গুড বাই বলতে শুরু করে দেবে। এদিকে আমেরিকার বেশির ভাগ যুদ্ধ জাহাজ পরমাণু পরিচালিত। এমনকী তাদের ড্রোনগুলিও পরমাণু শক্তির দ্বারা পরিচালিত। এই অবস্থায় জার্মান পরমাণুকে একেবারে ব্যবহার করার ব্যাপারে না সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ইউক্রেনে চেনোবিলিতে পরমাণু বিপর্যয় হয়েছে। তার ফলে সেখানকার পরিবেশ স্ফাক্ষর রকমের ক্ষতিগ্রস্ত। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবেশ মন্ত্রী স্টেফি লেমকে বলেছেন, পরমাণু শক্তির ঝুঁকি আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। পরমাণু শক্তি ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে জার্মান জুড়ে এখন আনন্দ উৎসব শুরু হয়েছে। পরমাণু শক্তি বিরোধী আন্দোলনে থাকা গ্রিনপিস সংস্থা বার্লিনের ব্রান্ডেনাবর্গের গেটের কাছে একটি অনুষ্ঠান করে। এদিকে অর্থ মন্ত্রী রবার্ট হাবেক বলেছেন এখন নয়, পরে চুল্লিগুলি নষ্ট করে দেওয়া হবে। দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গ্যাস্টোরগুলিতে জ্বালানি মজুত রয়েছে। রশ জ্বালানি ব্যাহত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার হাত থেকে এখন রেহাই পাওয়া গিয়েছে। জার্মান এখন পরমাণু শক্তি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পরে জীবাশ্ম জ্বালানির কম ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায় নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর আয়ুটি ক্ষয়েই যায়। শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি ছুঁই বাদ, করলে প্রণাম পারি প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

ভগিনী নিবেদিতা গুরু স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে বেশি করে বিশ্বাস করতেন। তিনিও গির্জার নিয়মকানুন বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, গড আরোর কেন্দ্রা সম্পত্তি নয়। গড হচ্ছে সবার কাছে সমানভাবে প্রকাশিত। যেমন মা সবার কাছে সমানভাবে বিকশিত। ঠিক তেমনি গডও সবার কাছে বিকশিত। সবার কাছে তিনি ঈশ্বর। একটা শক্তির ওপর ভর করে মানুষকে চলতে হয়। আরপ পেটা হলে ভগবান বা গড। ভগবান বা গডের আরাধনা সর্বত্র করা যেতে পারে। তার জন্য নির্দিষ্ট মন্দির বা গির্জার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের পূজো করার জন্য কোনও পুরোহিতের দরকার পড়ে না। আবার গডের সাধনা করতে গিয়ে কোনও গির্জার প্রয়োজন পড়ে না।

বাংলা বিজ্ঞান সাধনায় অক্ষয় কুমার দত্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

রাজনীতিতে বিজ্ঞান দরকার। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান দরকার। সমাজ সংস্কার করতে গেলে বিজ্ঞান প্রয়োজন। ধর্মকে আন্তরকিভাবে গ্রহণ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের। সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁরা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বটে। কিন্তু সব সময়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে সঙ্গে রেখে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্তি হন। ভাবতে অবাক লাগে যে তাঁরা কোনও সময় বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য রচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন বাংলায় চলছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। তবে এর বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বিরুদ্ধ আন্দোলন। যুক্তি বিজ্ঞানের মাপকাঠির ওপরে বিচার করে সব কিছুকে মাপার চেষ্টা চলছিল। যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে সত্যকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে গিয়েছে। প্রার্থনার উপযোগী কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয় কুমার দত্তকে। অক্ষয় দত্ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়? তারা এক বাক্যে বলেছিল-শস্য। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পরিশ্রমের সঙ্গে তারা যদি প্রার্থনা করে তাহলে কি পাবে? তারা সমস্তরে বলেছিল-শস্য। তখন তিনি বললেন, প্রার্থনা করার ফলে তারা বাড়তি কিছু পেল কি? ছাত্ররা বলে- না। তখন অক্ষয় দত্ত বলেন, তাহলে প্রার্থনার মূল্য শূন্য। এই বিশ্বাসীন সিদ্ধান্ত শুনে ছাত্ররা একেবারে নিরব হয়ে গেল। তখন অক্ষয় কুমার বীজগণিতের সমীকরণ প্রাণী দিয়ে প্রার্থনা শক্তি যে কিছু নয় তা তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন

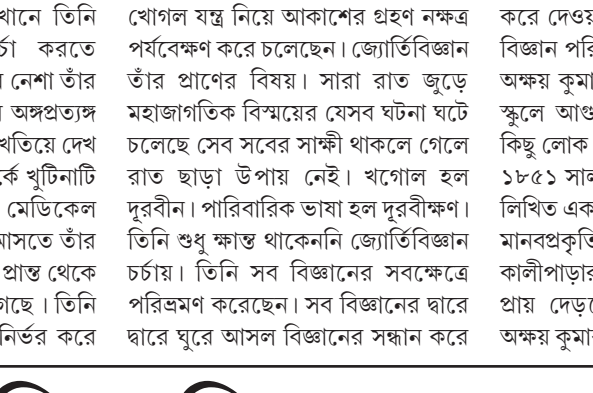
ছাত্রদের। আসলে ঈশ্বরে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর বলে কোনও শক্তি রয়েছে তা ইনারা একপ্রকার অস্বীকার করতেন। ইনারা বলতেন মানুষের প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে ঈশ্বর। তার বাইরে আর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অক্ষয় কুমার দত্ত-এর জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন-“ এই ঘটনার দুই দিবস-পরে মেডিকেল স্কলেজের ডিমনাস্ট্রটর, বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয়বাবুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইহাকে বলিলেন-“ আপনি ভালাে এক সমীকরণ দিয়ে শহরটা তোলাপাড় করে দিয়েছেন।’ অক্ষয়বাবু উত্তর করি লেন-“বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধসুলভ, তাহা এদেশীয় লোকেরদের নতুন বোধ হইল এটি বড়ো দুঃখের বিষয়।’

অক্ষয় কুমার দত্ত মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি অ্যানাটমি, জীববিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হওয়ার নেশা তাঁর ছিল না। ছিল মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে া। মানব দেশের শরীর সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানার আগ্রহতে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আসতে তাঁর প্রাণ্ড জ্ঞানার নেশা তাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে নিয়ে গেছে। তিনি কোনও একটি বিষয়ে ওপরে নির্ভর করে

কোনও সময়ে থাকতে পারেননি। সব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা

সমাজ সংস্কার করতে গেলে বিজ্ঞান প্রয়োজন। ধর্মকে আন্তরকিভাবে গ্রহণ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের। সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়।

অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গভীর রাতের বেলায় বাড়ির ছাদে বসে একটি



খোগল যন্ত্র নিয়ে আকাশের গ্রহণ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁর প্রাণের বিষয়। সারা রাত জুড়ে মহাজাগতিক বিষয়ের যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে সেব সবের সাক্ষী থাকলে গেলে রাত ছাড়া উপায় নেই। খগোল হল দূরবীন। পরিবারিক ভাষা হল দূরবীক্ষণ। তিনি শুধু ক্ষান্ত থাকেননি জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায়। তিনি সব বিজ্ঞানের সবক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছেন। সব বিজ্ঞানের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আসল বিজ্ঞানের সন্ধান করে

বেড়িয়েছেন। খুঁজতে চেষ্টা করেছেন

বিজ্ঞানের আসল সত্যটা কোথার রয়েছে। আসল সত্যের সন্ধানে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে সফর করেছেন। গভীর ভাবে পড়াশুনা করা থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিভাবিক শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন- অনুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দাহ্য সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষন, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমণ্ডির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি আরও দীর্ঘ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখিয়েছিল এই সব পরিভাষা। এই পরিভাষা প্রকাশিত হতেই বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করার পথটা সুগম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই সব বিজ্ঞান পরিভাষা প্রস্তুত করে। অক্ষয় কুমার দত্তের একটি বই এর জন্য স্কুলে আঙন ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল কিছু লোক। ঘটনাটি ঢাকার বিক্রমপুরে। ১৮৫১ সাল। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লিখিত একটি বই। নাম-‘বায়বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার।’ বিক্রমপুরের কাপীপাড়ার একদল ছাত্র বইটা পড়ে মুগ্ধ। প্রায় দেড়শো বছর আগে এই বইয়ে অক্ষয় কুমার লিখেছেন,-‘বিবাহের আগে

হবু দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না থাকে। সংসারে নারী ও পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান। যদি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সমাধানের কোনও পথ খুঁজে না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কাম্য।’ তোলাপাড় হয়ে গেল সর্বত্র। কাপীপাড়া স্কুলের কিছু ছাত্র সভা করে প্রতিজ্ঞা করে ফেল দৈবতা দিল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, স্কুল বাড়ীটি পুড়িয়ে দেবেন। তবে এই হুমকিতে ছাত্রদের প্রতিহত করা যায়নি। অনেকেই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন সেদিন। অক্ষয় জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন তখন-‘উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলে ছাত্র ছিলেন।’ দ্বারকানাথের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা কুলীন ছিলেন, পরিবারের প্রায় সবাই বংশানুক্রমে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে বিবাহ করতেন। দ্বারকানাথ পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে জানিয়েছিলেন-‘আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।’ এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল গোটা কুলিন ব্রাহ্মণ সমাজ। তারা তাদের বংশবাহককে বজায় রাখার আশ্রয় চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে পরিহার করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করতে অগ্রহী ছিল। তারা ঈশ্বর বেশি বিশ্বাস করতো না। রক্ষণশীল সমাজের ভাষায় তারা একেবারে নাস্তিক ছিল। যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে চাইতে।

একই পথের পথিক বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার

বিদ্যাসাগর ও অক্ষর কুমার দত্ত একই বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ব্রাহ্মণ ঘরে এবং অক্ষর কুমার দত্ত কায়স্থ ঘরে। বিদ্যাসাগর শৈশব কাল থেকে একমুখী সংস্কৃত শিক্ষার পরিমণ্ডলে বড়ো হতে থাকেন। ইংরেজি পাশ্চাত্য দর্শন প্রভৃতি শেখেন নিজের তাগিদে। পরে সংস্কৃত চর্চার জমিতে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের লীল ছড়িয়েছিলেন পরিণত বিদ্যাসাগর। অক্ষয় কুমার দত্ত যোল বছর বয়স থেকেই ইংরেজি সাহিত্য, অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা, আধুনিক গণিত, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন শিখ তে থাকেন। ফলে অল্প বিষয়ে নানা বিষয়ে বহুমুখী চর্চায় অভ্যাস হয়ে ওঠেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তবে আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে অবহিত ও আগ্রহী হয়ে বিদ্যাসাগর ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকাতে অক্ষয় কুমার দত্ত এর সঙ্গে কাজ করেছেন। আইনী স্বীকৃতির দ্বারা বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আর অক্ষয় কুমার দত্ত বিধবা বিবাহকে বিজ্ঞানভিত্তিক মানব-সম্মত সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করেন। বৈবাহিক জীবন গড়ে তোলার যে প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানি সেটাও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রচার করেন। সারা জীবন ধরে মানব জীবনের সব কিছুকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করেছে তিনি।

সমাজ বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ধর্মও বিজ্ঞান ছাড়া চর্চিত হতে পারে না। বিজ্ঞানকে সমানে খেতে ধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। অতীতে অন্ধ বিশ্বাসের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এসেছে যুক্তি তর্ক বিজ্ঞান। যুক্তি তর্কের জালে বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে সত্যকে বের করে নিয়ে এসে তাকে গ্রহণ করতে পারলেই তাহেই মানব জীবন সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে এটাই বিশ্বাস করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। অক্ষয় কুমার দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা ধানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি জীবন দেবতাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেন যা পরবর্তীকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তিনি যুক্তিবাদী ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন যা কবিগুরু তাঁর বিভিন্ন কবিতা, উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত করেন। জীবন দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কবিগুরু ‘চতুর্দশ’ ও ‘শেখের কবিতা’ উপন্যাস রচনা করেন। অক্ষয় কুমার দত্ত বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে বিচরণ করেছেন। তিনি সেখান থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন শুধু তা নয়, তিনি সেখান থেকে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তা সবার কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে বর্তমান বিজ্ঞানের ছাত্ররা বহু ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল

ভোগ করে চলেছে। কলকাতা থেকে দূরে বালিতে জায়গা ক্রয় করে সেখানে বেশ কিছুদিন থাকতে শুরু করলেন। সেখানে তৈরি করলেন ‘শেভনোদ্যান।’ উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চার ক্ষেত্রে। ৩৮ রকমের বৃক্ষ, ১৫ রকমের ফুল বা সুদৃশ্য নানা গাছ, ১৬ রকমের মশলাজাতীয় গাছের কথা পাওয়া যায় নানা জনের বিবরণ থেকে। আসলে তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি আবার ভারতীয় ভেজব বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করতে বহু ভেজব উদ্ভিদ লাগিয়েছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্তের তিনি খেণ্ডে রচিত ‘চারুপাঠ’ ছাত্রদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল। সেই কারণে বিদ্যাসাগর এই উদ্যানের মন দিয়েছিলেন-‘চারুপাঠ চতুর্ভাগ্য।’ বাড়ির ভিতরে তৈরি করেছিলেন ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। সেখানে ছিল বিভিন্ন যুগের প্রস্তরযুগের নমুনা, ফসিল। শরীর সদ্য দিত না, তবুও কলকাতার জাদুঘর এবং শিবপুর বোটানিক্যাল উদ্যানে নিয়মিত যেতেন। জাদুঘরে লাঠি নিয়ে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল বলে সঙ্গীর কাঁধে ভর রেখে চলতে হতো। সঙ্গীর হাতে থাকতো বই। সেখানে ছাপা বইয়ের সঙ্গে প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু মিলিয়ে নিতেন। ছাত্রদের কাছে বিজ্ঞানের দরজা তিনি খুলে দিয়েছিলেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিজ্ঞানের

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা তিনি সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হন। সমাজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিজ্ঞানের গুরুত্ব রয়েছে ব্যবহারিক জীবন প্রযুক্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সাহিত্য শিল্প এবং সংস্কৃতি জীবনেও বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। বিজ্ঞান ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। জীবনের প্রতি পদে পদে বিজ্ঞানের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বিজ্ঞানের অবদানের কথাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কলম ধরেছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্ত কালকুলাস থেকে শুরু করে ভূগোল নিয়ে পড়াশুনা করেন। সংস্কৃত, পার্সি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বিশেষি ভাষা ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। বোটানি, জুওলজি এবং কেমিস্ট্রি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন অক্ষয় কুমার দত্ত। বাংলায় বহু বিজ্ঞান পরিভাষা তিনি রচনা করতে সক্ষম হন যা আজকের যুগে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালিত পত্রিকা ‘তত্ত্ববোধিনী’ সম্পাদনার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অক্ষয় কুমার দত্ত। অক্ষয় কুমারের সঙ্গে বিদ্যাসাগর এই বিজ্ঞান পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন।

ভারতীয় রাজনীতি যুগে-যুগে প্রচুর হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়েছে

শ্রী সাভারকর তখন রত্নগিরিতে। এক কিশোরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। ছেলেটির বাবা পোস্টমাস্টার হিসেবে সদ্য বদলি হয়ে রত্নগিরিতে এসেছেন। ছেলেটিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- ‘কী নাম তোমার?’ ‘নাথুরাম।’নাথুরাম। তা এমন ধারা নাম কেন হে? নাথু?’ ‘এই যে এখানে একটা নথ এরাবো ছিল,’ বলে নিজের নামের ডান পাটাতিকে ইঙ্গিত করে কিশোর। বাপ-মায়ের প্রথম তিন পুত্রসন্তান পর পর মারা যাওয়ার ফলে চতুর্থ পুত্রটির জন্মের পর বেশ কয়েক বছর ধরে তারা তাকে মেয়ে হিসেবেই বড় করে তুলেছেন। নথ পরিয়েছেন নাকের পাটায় ফুটো করে। সেই নথ থেকেই নাম দিয়েছেন ‘নাথুরাম।’ ‘ওহ... আর পদবী?’ আবার প্রশ্ন করলেন শ্রী সাভারকর।‘গডসে...’‘তাহলে তোমার নাম দাঁড়াল নাথুরাম গডসে। তাই তো?’ ‘হুম।’স্বল্পভাষী নাথুরামকে দেখে বেশ ভালোই লাগল শ্রী সাভারকরের। নাথুরাম গাধকী বাদী। মাথায় একটা গাধকী-টুপি পরে রয়েছে। কথায়-কথায় জানা গেল সত্যাপ্রহের সময় স্লোগানও দিয়েছে। শ্রী সাভারকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে নাথুরামের দিকে তাকালেন। গাধকীজির এই এক অমোঘ আকর্ষণ। ছেলে-বড়ো সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেউ বুঝে, আবার কেউ না - বুঝেই। নিষাক্ষ দামোদর সাভারকর আর মোহনদাস গান্ধীর সমকালেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সেই ফুলের দল

গান্ধীবাদীরা হত্যাই বলছিলেন বা বলেন, আর কেউ কেউ বলে-বধ। ভারতীয় রাজনীতি যুগে- যুগে প্রচুর হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়েছে। কালে- কালে অজস্র মহাশায়ের রক্ত সিক্ত হয়েছে ভাড়াতেম মাটি। গুণ্ডে ফেলে বাহাদুর থেকে শুরু করে রাজীব গান্ধী, তালিকাটা ইয়াবুড়া দশজনকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো একজনও এই তালিকার মধ্যে থেকে কারো খুনির নাম বলতে না- পারলেও একজনোটা বলতে পারবেন-গান্ধীজির খুনির নাম- নাথুরাম গডসে। এটাও এক ধরনের ন্যােরিভ। মেমোরি গেমের মতো। সব মুছে দিয়ে তুমি যেটুকু মনে রাখলে আমার কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে, সেটুকুই মনে রাখো। নাথুরাম গান্ধীজিকে হত্যা করলেন। কিন্তু কেন করলেন?তার বয়ান দিতে গিয়ে নাথুরামের কলম থেকে একটি আন্ত বইই জন্ম নিয়ে বসল- মায়নে গান্ধীবধ কিঁউ কিয়া-হোয়াই আই অ্যাসাসিনেটেড গান্ধী। তিনি গাধকী হত্যা করেছেন। তাঁর বলা কারণের মধ্যে একটি ছিল পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার জন্যে গান্ধীজির জেন্দা একজন দেশভক্ত হিন্দু হওয়ার ফলে নাথুরাম এই বিষমতাকে ভালো চোখে দেখেননি। কিন্তু ব্যাপার হল এই ৫৫ কোটির কথা ওটার আগেও গান্ধীজির ওপরে বার চারেক অ্যাসাসিনেশন অ্যাট্টেম্পট হয়েছে। অবশ্যই আগের প্রতিবারই বার্থ হয় ষড়যন্ত্রকারীর দল। গান্ধীজির মৃত্যুর পর গডসে ছাড়াও অন্যান্য ন’জন ব্যক্তি(ক্রমশঃ

হেরিটেজ

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ মন্দির কলকাতায় পর থেকে সেই সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চাকরি করতে ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি ‘পথের দাবি’ উপন্যাস রচনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ব্রহ্মদেশে বহু বিপ্লবীরা গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতো। ব্রহ্ম সীমাস্ত ধরেই আজাদ হিন্দ বাহিনী লড়াই করেছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ব্রহ্মদেশের বর্তমান নাম হল মায়ানমার। কলকাতায় ইভেনে গার্ডেনে একটি প্যাগোডা রয়েছে। সেটা ব্রহ্মদেশে থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই বুদ্ধ মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৮৫২ সালে। সেই সময়ে এই প্যাগোডাটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল প্রায় ১৫০০ টাকা। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি ব্রহ্মদেশ জয়লাভ করেন। সেই সময়ে এই প্যাগোডাটি দেখে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। বহু বছর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে পড়েছিল। তারপরে এটা ইন্ডেনে স্থান লাভ করে। আবার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ মেডিকেল কলেজে পাশে একটি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। সাদামাটা ধরনের বৌদ্ধ মন্দির এটি।

চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য



সেকন্ট কোম্পানির পিস্তলটাকে কর্মবেশি সকলেই চেনেন। .৩২ বোরের খোঁজ পিস্তলের ভারতে আসার কাহিনীটা জানেন কিনা অবশ্য তারাই বলতে পারবেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে চন্দ্রশেখর আজাদের হাতে এই পিস্তলটিই ছিল। এটা দিয়েই লড়েছিলেন। এই পিস্তলই পনোরো রাউন্ড গুলি ফায়ার করেছিল। তিনজন ব্রিটিশ পুলিশকে মেরে নিজেকে গুলি মেরে শহিদ হয়েছিলেন আমাদের আজাদ। তিনি তো চলে গেলেন, কিন্তু এই পিস্তলের খোঁজ নেওয়ার কেউ আর রইল না।১৯৭০ সাল লাগাদ কিছু মানুষ আবার খোঁজা আরম্ভ করলেন। ইলাহাবাদের সরকারি মালশাখান খবর নিলেন তারা। জানা গেল যে, যে ব্রিটিশ পুলিশ আধিকারিক তাঁকে পার্কে ধিরে ফেলে গুলি চালিয়েছিলেন, সেই জন নও বাগ্গার ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার সময়ে তাঁকেই ওই পিস্তল গিফট করে দেওয়া হয়েছিল। বাওয়ারকে চিঠি দেওয়া হল। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। ভারতের হাই কমিশন থেকে কন্টাক্ট করা হল। কিছুদিন তা। তা বিসেতে গেল। পিস্তল এক ইংল্যান্ড থেকে। কিন্তু সন্দেহ দিলেন একটা অদ্ভুত শর্ত। ভারত সরকারকে তিনি চিঠি লিখে জানালেন, আজাদ যে জায়গায় শহিদ হয়েছিলেন, সেখানে একটি শহিদ বেদী বানিয়ে তার ছবি তাঁকে পাঠালে তবেই তিনি এই পিস্তল ফেরত দেবেন। শহিদ বেদী হল। ছবি উঠল। তা বিসেতে গেল। পিস্তল এক ইংল্যান্ড থেকে। বার্না, একজন ইংরেজ আমাদের দেশের হিরাকে কী ধরনের সম্মান করতেন। শত্রু হওয়া সত্ত্বেও করতেন। আর আমরা? আমরা তো ইতিহাসে একলখিসের চন্দ্রশেখর আজাদ পড়তে, তাঁর আসল নামটা অবধি জানি না। আর অশোক কেন মহামতি কিংবা আকবর কেন মহামত সম্রাট ছিলেন তাই নিয়ে বড় প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিই।আজ চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মদিন।

২০ বছরেই রাতের আকাশ থেকে উধাও হবে সব তারা



দেখা যাচ্ছে রাতের আকাশের সমস্ত তারারা গায়েব হয়ে যেতে বসেছে। কবির লেখায় আগেই আমরা পড়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘আজি যত তারা তব আকাশে সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।’ তাঁর মতো তেমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন গবেষকরা। এমন দিন আসতে চলেছে যেদিন রাতের আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়বে না একটাও তারা। কেবল চাঁদ ছাড়া দেখা যাবে না কিছুই! ২০১৬ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল, ‘মিকি ওয়েব তথা ছায়াপথ আর দৃশ্যমান নয় পৃথিবীর এক- তৃতীয়াংশ মানুষের চোখে। আর সেজন্য দায়ী আলোর দূষণ। পরবর্তী কয়েক বছরে মানুষ যে সচেতন হাননি তা বুঝিয়ে দিচ্ছে বর্তমান গবেষণা। পদার্থবিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার কাইবা এক গবেষক এই সংক্রান্ত গবেষণা চালাচ্ছেন আরও একদল গবেষকের সঙ্গে। তাদের

দাবি, মানুষ এখনও আলোর দূষণকে কোনও বিপদ হিসেবে দেখছেই না। ফলে সচেতনতাও বাড়ছে না। আর ততই বাড়ছে এই দূষণ। উজ্জ্বল হয়ে উঠছে রাতের পৃথিবী। গবেষক জানাচ্ছেন, ‘লাইট- এমিটিং ডায়োডস’ তথা এলইডি ও আলোর প্রকাশের অন্যান্য রূপের কারণে রাতের আকাশ ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অতিরিক্ত আলো, পথের ধারে উজ্জ্বল আলোর বাড়বাড়ন্ত, বিজ্ঞাপনের আলো, খেলার মাঠে রাতের উজ্জ্বল আলো সব মিলিয়ে এত আলো আমাদের চোখ থেকে মুছে দিচ্ছে তারার দৃশ্যমানতা। ক্রিস্টোফার জানাচ্ছেন, ‘রাতের আকাশ আমাদের পরিবেশেরই অংশ। আমাদের আগামী প্রজন্ম যদি রাতের আকাশ দেখতে না পায় তাহলে তাদের জন্য সেটা একটা বড় বঞ্চনা হবে।’ গবেষণায় ধরা পড়ছে প্রতি বছর ১০ শতাংশ করে বাড়ছে রাতের আকাশের উজ্জ্বলতা। আজ যে শিশু জন্মাচ্ছে, সে রাতের আকাশে ২৫০ টি তারা দেখতে পায়। সেই শিশুই ১৮ বছরে পৌঁছলে দেখতে পাবে মাত্র ১০০ টি তারা! পরিস্থিতি ক্রমেই আরও খারাপ হচ্ছে। আর তাই এই দূষণকে কমাতে আলোর উজ্জ্বলতা কমানোর পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। বাড়তে বলছেন সাদা আলোর ব্যবহার বাড়াতে। আসলে আলোর এলইডির নীল আলো যেমন শরীরের ক্ষতি করে, তেমনই ওই আলো তেরে শর্করার মাত্রাতেও সমস্যা আনে। পাশাপাশি বাড়ায় মেলাোটেনিনের উৎপাদনও। এদিকে আলোর দূষণ বিদ্রান্ত করে সমুদ্রের কচ্ছপ ও পরিযায়ী পাখিদেরও।

পুরুষ প্রজাতির সংস্পর্শ না এসেই ডিম পাড়ল কুমির!

কোনও পুরুষ প্রজাতির কুমিরের সংস্পর্শ না এসেই ডিম পাড়ল স্ত্রী কুমির। প্রথমবার এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন বিজ্ঞানীরা। ১৬ বছর ধরে কুমিরটি কোস্টারিকান রেপ্টাইল পার্কে একাই ছিল। এই অবস্থায় তার এই ডিম পাড়ার ঘটনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ডিমের ভিতরে থাকা স্ত্রী কুমিরের জগাটি বাচেনি। তবু এই ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে সম্ভবত ভাইনোসররাও এমনই ‘ভার্জিন বার্থে’ সক্ষম ছিল। জানা গিয়েছে, ২০০২ সালে কুমিরটিকে রেপ্টাইল পার্কে নিয়ে

আসা হয়। এরপর ১৬ বছর ধরে সে ওখানেই ছিল। এই সময়ে সে ১৪ টি ডিম পেয়েছিল। যার মধ্যে ১৩ টি ডিম নষ্ট হয়ে গিয়েছে একটি ছিল পূর্ণবয়স্ক জুগ। কিন্তু সেটি বাচেনি। উল্লেখ্য, এমন অযৌন জমনকে বলা হয় পার্থেনোজেনেসিস। সাধারণ ভাবে সাপ, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী এমনকী টার্কি পাখিরা এই ধরনের জননে অভ্যস্ত। এবার কুমিরের মধ্যেও



এমন জননের সন্ধান মিলল। স্বাভাবিক ভাবেই এই আবিষ্কার ঘিরে উত্তেজিত গবেষকরা। মনে করা হচ্ছে, প্রাণীর অভিযোজনের ধারাতিকে বুঝতে নতুন করে সাহায্য করবে এই উদ্ভাবন।



শ্রী রাও সাহেব পাতিল দানভে, রেল প্রতিমন্ত্রী, কয়লা ও খনি, ভারত সরকার, ১২.৬.২০২৩ তারিখে হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের উপস্থিতিতে ভারতের পাকুড় এবং মুরারাই স্টেশনগুলি পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী যাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং উভয় স্টেশনের যাত্রী সুবিধা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি তার মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ভাল কাজ চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

ভারতীয় রেলওয়ে গৃহীত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং কর্ম পরিকল্পনা

কলকাতা, ১২ জুন : সর্বশেষ বুলেটিন নং ৪৩, ১১.৬.২৩ তারিখ ১৭.১০ ঘটায় জারি করেছে। বুলেটিনে বলা হয়েছে, পূর্ব মধ্য আরব সাগরের উপর অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বিপারজয় অগ্রসর হচ্ছে এবং সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে। ১১ থেকে ১৪ জুন ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া পরবর্তী ৪ দিনের জন্য ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের পূর্বাভাস সমস্ত সৌরাষ্ট্র এলাকায় তৈরি করা হয়েছে। ঝড়টি সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ অঞ্চলে প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে ভানবন্ধা, মহলা, ভেরাভাল থেকে পোরবন্দর এলাকা, ওখা থেকে হাপা এবং গান্ধীধাম এলাকা। ১৪ তারিখ সন্ধ্যায় মান্ডভি-জাখাউ বন্দরের কাছে ল্যান্ডফলট ঘটতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কমানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১. জোলাল রেলওয়ে সদর দফতরে দুর্ঘোণে ব্যবস্থাপনা কক্ষ সক্রিয়করণ এবং বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা সার্বক্ষণিক ম্যানিং। ২. ভাবনগর, রাজকোট, আহমেদাবাদ, এবং গান্ধীধামে ভিভাগের সদর দফতরে জরুরি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের অপারেশন। ৩. একাধিক স্থানে বাতাসের গতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং বাতাসের গতিবেগ ৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টার বেশি হলে ট্রেন নিয়ন্ত্রণ বা থামানোর নির্দেশনা। স্টেশনগুলিতে আনিমোমিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং ঘণ্টার ভিত্তিতে বাতাসের গতির রিডিং নেওয়া হচ্ছে। ৪. রিয়ে- টাইম পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয়ে জন্য অনলাইন গ্রুপ গঠন। ৫. ওয়েবসাইটে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত তথ্যের ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ। ৬. জরুরী স্থানান্তরের জন্য পথগু ভিজেল লোকোমোটিভ এবং কোচিং রেকের প্রাপ্যতা। ৭. ডাবল স্ট্যাক কন্টেইনার লোড করার স্থগিতকরণ এবং তাদের চলাচলে সীমাবদ্ধতা। ৮. ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যাত্রীবাহী ট্রেনের সময়সূচী পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত। ৯. একটি ব্রাণ ট্রেনের প্রস্তুতি ১০. ঘূর্ণিঝড়ের পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা প্রোটোকল সংক্রান্ত লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলটদের কাউন্সেলিং। ক্রু বিশ্রামের জন্য বিভিন্ন রান্নাি রুমে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (খাবার, চিকিৎসা ইত্যাদি) করা হয়েছে। ১১. বাতাসের অবস্থা যাচায়তের জন্য কোচের পরজা- জানালা খোলা রাখার নির্দেশনা। ১২. নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য নিবিড় ফুটপ্রেট পরিদর্শন করা হয়েছে। ১৩. আরসিডি জ্বালানী চলাচলের জন্য রাস্তার অবকাঠামো বাধাপ্রস্তু হলে ঘূর্ণিঝড়ের পরে সম্পূর্ণভাবে জ্বালানিযুক্ত ডিজেল লোকোমোটিভ এবং ভরা আরসিডি জ্বালানী ট্যাকের প্রাপত্যার ব্যবস্থা। ১৪. বিকল্প যোগাযোগে ব্যবস্থাক যোগাযোগের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট ফোন, একসিটি এবং ডট ফোন সহ জরুরি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। খ. ভিএইচএফ স্টেট সাইট যোগাযোগের জন্য উপলব্ধ ১৫. বিকল্প শক্তি ব্যবস্থায় টাওয়ার ডয়ানন চালক এবং সমস্ত ডিপোর টিআরডি কর্মীরা সতর্ক থাকবেন।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

মাউন্ট এভারেস্টের থেকেও বড় এই আগ্নেয়গিরি! আঁতকে উঠলেন বিজ্ঞানীরা



সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর নিকটবর্তী গ্রহ মঙ্গলগ্রহ। তবে এখনও এই গ্রহ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছেই। লালগ্রহের মাটিতে যে এখনও কত বিষয় লুকিয়ে রয়েছে তা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রকাশ্যে আসছে। সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে একটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেছে মার্স রোভার। অত্যশ্চর্যের বিষয় হল এই আগ্নেয়গিরির উচ্চতা ও বিস্তার পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের থেকে অনেক বেশি। মঙ্গলে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা নেহাত কম নয়। সেখানে যে প্রতিদিনতই অগ্ন্যুৎপাত হত তা মাটি পরীক্ষা করেই জানতে পেরেছে নাসা। আর

আমেরিকায় তৈরি হল বিস্ময় বোবট

ক্রমেই বৃধি কমে আসছে মানুষ আর বেড়ে চলেছে যন্ত্র মানুষ। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে মানুষ ও যন্ত্রের মনোেকার দূরত্ব। আইজাক অসিমভ থেকে সত্যজিৎ রায়, সারা বিশ্বেই বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখায় উঠে এসেছে বোবটের কথা। কিন্তু তাদের কল্পনাও বৃধি হার মানার সময এগিয়ে আসছে।

অ্যারিজোনায় তৈরি হয়েছে এমন এক রোবট যে কিনা ঘামতে পারে। কেবল গরমে ঘামাই নয়, ঠাণ্ডায় কাঁপাতেও সে সিদ্ধহস্ত। সবথেকে বড় কথা অ্যান্ডি নামের এই যন্ত্রমানব নিঃশ্বাসও নিতে পারে! এমন রোবট কিন্তু বিশ্বে আর নেই। স্বাভাবিক ভাবেই আঙিনকে ঘিরে চাঞ্চল্য তুলে। অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক কনরাদ রিকাটউয়াকি জানিয়েেন, অ্যান্ডি ঘামতে পারে।

সে তাপ উৎপন্ন করা, কাঁপুনি, হাটা,



মানুষের প্রাণ ও ঠাণ্ডাগত। এই অবস্থায় অতিরিক্ত তাপমাত্রায় মানুষের শরীরে কী প্রভাব পড়ে তা জানতে চাওয়াই উদ্দেশ্য বিজ্ঞানীরা। আসলে এই ধরনের পরীক্ষার সবচেয়ে প্রতিকূল দিক হল, খুব বেশি তাপমাত্রা বৃদ্ধি মানুষের শরীর সহিতে পারে না। তাই অ্যান্ডির মতো রোবটকে দিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা করার কথা ভেবেছেন তারা।

নিঃশ্বাস নেওয়া সবচেতেই সক্ষম। অ্যান্ডিকে সৃষ্টি করার পিছনে অন্যতম কারণ হল মানব শরীরে অতিরিক্ত উষ্ণতার প্রভাব কীরকম তা বুঝতে চেষ্টা করা। আর সেই কারণে অ্যান্ডির শরীরে বহু পৃষ্ঠতলের সঙ্গে ছিদ্র রাখা হয়েছে ৩৫ টি। বিভিন্ন তাপমাত্রার সঙ্গে লড়ার শক্তি দেওয়া হয়েছে তাকে। একে এককোষী বলা হচ্ছে ‘খার্মাল ম্যানিকুইন’। গরমের প্রকোপে

মাউষের প্রাণ ও ঠাণ্ডাগত। এই অবস্থায় অতিরিক্ত তাপমাত্রায় মানুষের শরীরে কী প্রভাব পড়ে তা জানতে চাওয়াই উদ্দেশ্য বিজ্ঞানীরা। আসলে এই ধরনের পরীক্ষার সবচেয়ে প্রতিকূল দিক হল, খুব বেশি তাপমাত্রা বৃদ্ধি মানুষের শরীর সহিতে পারে না। তাই অ্যান্ডির মতো রোবটকে দিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা করার কথা ভেবেছেন তারা।

মিতালি এক্সপ্রেসের পরিষেবা সাময়িক বাতিল

মালিগাঁও, ১২ জুন : বাংলাদেশে ইন্দ উৎসব পালনের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে ট্রেন নং. ১৩১৩২ / ১৩১৩১ (নিউ জলপাইগুড়ি -ঢাকা)-নিউ জলপাইগুড়ি) মিতালি এক্সপ্রেসের পরিষেবা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ২৫, ২৮ জুন ও ০২ জুলাই, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৩২ (নিউ জলপাইগুড়ি-ঢাকা) মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল থাকবে। ২৬, ২৯ জুন ও ০৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৩১ (ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি) মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল থাকবে। বাংলাদেশে ইন্দের উৎসব শেষ হলে শ্রীহই মিতালি এক্সপ্রেসের স্বাভাবিক পরিষেবা শুরু হবে।

হেনস্থার শিকার বিজেপি বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ জুন : সোনামুণীতে প্রাণীদেব মনোনিয়ন জমা দিতে গিয়ে সোমবার হেনস্থার শিকার হলেন বিজেপি বিধায়ক দিলাকর ঘরামি। অভিযোগ, রিডিও অফিসের সামনে তাঁকে হেনস্থার কয়েন ভগ্নমূল কর্মীরা। ঘটনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ওই এলাকায়। দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে সোনামুণী রিডিও অফিসে মনোনিয়ন জমা করতে যান দিলাকরনাথ। সুত্রের খবর, রিডিও অফিসে ঢোকার ঠিক আগেই দিলাকর ঘরামি-সহ বিজেপির প্রার্থীদের উপর তণ্ডমূল চড়াও হয়। বিজেপি প্রার্থীদের পাশাপাশি হেনস্থার শিকার হন বিজেপি বিধায়কও। এই ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি বিজেপি নেতার মাথা ফেটে যায়। গলগল করে রীতিমতো রক্ত বরতে শুরু করে তাঁরা। শেষে মাথায় কাপড় বেঁধে স্থানীয় একটি হাসপাতালে যান তিনি। আরও কয়েকজন বিজেপি নেতা কর্মীর আহত হওয়ার খবর উঠে আসছে।

I SAHAB DAS S/O KARTIC CHANDRA DAS R/O ULUA, EGRA, EAST MEDINIPUR-721420 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHEB DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/06/2023.

Name Change
I MD ROKIBUL SHA S/O MAHUDDIN SHA R/O VILL-LANGAL, PATA, PO-MATIAGACHAPS-RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS -700135 SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS RAKIBUL SHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/06/2023.

কালীঘাট স্টেশন পরিদর্শনে ম্যানেজার

কলকাতা, ১২ জুন : শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেল আজ ১২.০৬.২০২৩ সন্ধ্যায় কালীঘাট মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। তিনি কালীঘাট স্টেশনের প্রবেশপ্রস্থান পর্যট, আরপিএফ ব্যারাক, কনকোর্স লেভেল, টিকিট ভেন্ডিং মেশিন, টিকিট কাউন্টার, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। তিনি স্টেশন স্টাফ এবং আরপিএফ কর্মীদের সাথেও মতবিনিময় করেন। এই পরিদর্শনকালে জিএমকে স্টেশনের রাশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি এই স্টেশনের নান্দনিক সৌন্দর্য এবং যাত্রী সুবিধার আরও উন্নতি করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। কালীঘাট স্টেশনের সার্বিক ব্যবস্থা দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

Name Change
I, MONIKA MISTRI (old name) D/O RAMANI MISTRI residing at Ranipur, PO-Moail, PS- Purabsthal, Purba Bardhaman- 713513 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MANIKA MISTRI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. MONIKA MISTRI and MANIKA MISTRI both are same and one identical person.

Name Change
I, TAIBUR RAHAMAN (old name) S/O SAMSHER ALI MOLLA residing at Vill-Deulti, PS- Jibantala, Baruipur, Dist-(S) 24 Pgs-743502 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TAIBUR RAHAMAN MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. TAIBUR RAHAMAN and TAIBUR RAHAMAN MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, PARANJIT KAUR (old name) W/O RANJIT SINGH residing at 74, KANSARI PARA ROAD, BHOWANIPUR, KOLKATA- 700025 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PARAMJIT KAUR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. PARANJIT KAUR and PARAMJIT KAUR both are same and one identical person.

Name Change
I, VINAYAK PASRICHA (old name) S/O ASHOK PASRICHA residing at 663/1, Block-O, New Alipur, Kolkata-700053 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) VINAYAK LAL PASRICHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. VINAYAK PASRICHA and VINAYAK LAL PASRICHA both are same and one identical person.

Name Change
I, VINEETA FATESARIA (old name) W/O MAHESH FATESARIA residing at Mangal Murti Enclave, BL-C, 10, Agrasen Street, Liluah, Howrah- 711204 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) VINITA FATESARIA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. VINEETA FATESARIA and VINITA FATESARIA both are same and one identical person.

Name Change
I, CHANDAN MONDAL (old name) S/O AMAL KANTI MANDAL residing at 1/15 NASKAR PARA ROAD,PO-SANTOSHPUR, PS- SURVEY PARK, KOLKATA-700075 WEST BENGAL India I have changed my name to (shall henceforth be known as) CHANDAN KUMAR MANDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. CHANDAN MONDAL and CHANDAN KUMAR MANDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, SANCHITA SARKAR (old name) W/O SAJAL SAKAR residing at Panchanan Tala Road, Kulnpara, PO- BD Sapan, PS- Khardah, Dist- 24 Pgs(N), Pin-700116 WEST BENGAL India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ATTYUHA SARKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. SANCHITA SARKAR and ATTYUHA SARKAR both are same and one identical person.

Name Change
I, QURBAN ABBAS BARAD (old name) S/O ABBAS BARAD residing 71/8, Topsis Road, PS- Topsis, (South), Kolkata- 700046 WEST BENGAL India I have changed my name to (shall henceforth be known as) QURBAN BARAD, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. QURBAN ABBAS BARAD and QURBAN BARAD both are same and one identical person.

Name Change
I, ABDUL SAHID (old name) S/O RAFIKUL ISLAM GAZI residing PO-Taragonia, PS-Baduria, Vill-Shrirampur, North 24 Parganas, Pin: 743401 WEST BENGAL India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAID GAZI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. ABDUL SAHID and SAID GAZI both are same and one identical person.

Name Change
I, VIJAY SREE BAHETHY & VIJAYSHREE BAHETHY (old name) W/O INDRA KUMAR BAHETHY Resident of 35A, Darpanarayan Tagore Street, PO-35don Street, PS- Jorabagan, Kolkata-700006 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) VIJAY SHREE BAHETHY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. VIJAY SREE BAHETHY & VIJAYSHREE BAHETHY and VIJAY SHREE BAHETHY both are same and one identical person.

Name Change
I MOHAMMED SHAMIM, S/O NASIM MOHAMMED, R/O HEMCHANDRA DUTTA ROAD, JAGANNATH NAGAR, MAHESHTALA, SOUTH 24PARGANAS, PIN-700140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAMIM QURASHI, VIDE ANAFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/06/2023.

ক্রম সংশোধন
আমি শ্রীমতি পিউ মণ্ডল, পিতা- শক্তিরঞ্ পালিত, বর্তমান ঠিকানা- ১৯ /২ ওঙ্কার মোর জেটীয়া রোড, হাওড়া-৭১১০৩৮। ভুলবশত আমার LIC পলিসিতে আমার নামটি পিউ বোস লিখা হয়েছে। অতএব আমি অবগত করাতো চাই পিউ মণ্ডল ও পিউ বোস একই ব্যক্তি এবং ঠিকানা ও বাবার নাম একই।

অশান্তি এড়াতে ডোমকলে বিডিও অফিস চত্বরে ১৪৪ খারা, রুট মার্চ পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া, ১২ জুন : অশান্তি এড়াতে মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমার চারটি বিডিও অফিস চত্বরেই ১৪৪ খারা জারি করেছে প্রশাসন। একই সাথে মনোনয়নকারী প্রার্থী, প্রস্তাবক, ও দুই সাক্ষী ছাড়া অতিরিক্ত জমায়েত না করতে মাইকে প্রচার চালাচ্ছে পুলিশ। এদিকে, মেঘলা আবহাওয়ায় সকাল থেকেই মুর্শিদাবাদের ২৬ টি ব্লক অফিস ও ৫ টি মহকুমা অফিসে ডি সি আর কাটা ও মনোনয়ন জমা দেওয়ার ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারই মাঝে বাম-কংগ্রেস জোটের সমর্থকদের হাতে উইকেটে বাধা ঝাণ্ডা ও মোটা বাঁশের লাঠি দেখা যাওয়ায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছে। এদিকে, অব্যাহ ও শান্তিপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে রুট মার্চ শুরু হয়েছে। রানায়টি পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ এলাকাবাসীদের নির্ডয়ে থাকার আবেদন জানান। কোথাও কোনও রকম সমস্যা হলে পুলিশকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিন শান্তিপূর থানায় বেলঘড়িয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রামে রুট মার্চ করা হয়।

বাবাকে বাঁশ দিয়ে নির্মম ভাবে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, আটক ছেলে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জুন : পারিবারিক অশান্তির জেরে বাবাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করলো ছেলে। সোমবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর রকের মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরের কামাত এলাকায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মানিক রায়। তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ, তাঁর ছেলে

সঞ্জয় রায় ছোট থেকেই শিলিগুড়িতে থাকতো। এদিন পারিবারিক অশান্তির জেরে নিজের বাড়িতেই বাবার ওপর হামলা চালিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে রীতিমতো হাত পা ভেঙে দেওয়া হয় মানিক রায়ের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবারে। অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করেন। ঘটনা প্রসঙ্গে এলাকার বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্য শামসুর নেহার বলেন, ঘটনার তদন্ত এবং পাশাপাশি দেহী শান্তি দাবি করছি প্রশাসনের কাছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নুতন ভবনের কাজ খতিয়ে দেখলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি পরিবারের পাকা ঘর ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নুতন ভবনের কাজ ক্ষতিয়ে দেখতে মেয়র গৌতম দেব ক্ষুদিরাম কলানি ঘুরে বেড়ালেন। ১৮ নম্বর



ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনিতে প্রায় ১ বছর আগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৩০ টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখনই মেয়র ঘোষনা করেছিলেন ওই সকল পুড়ে যাওয়া বাড়ি গুলো পুরনিগম থেকে বানিয়ে দেওয়া হবে। সেই মতো কাজ শুরু হয়েছে। আজ সেই নির্মিয়মান বাড়ি গুলো কাজ ঘুরে দেখেন গৌতম দেবা। এদিন মেয়রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর সঞ্চয় শর্মা, ৩ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহা সহ পুরনিগমের আধিকারিকেরা। এর পাশাপাশি ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অস্থায়ী সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ খতিয়ে দেখেন মেয়র গৌতম দেবা। সব শেষে এক সাক্ষাৎকারে গৌতমবাবু জানান প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ৬০ টি ঘর পাকা ভাবে বানিয়ে দেওয়ার কাজ প্রায় শেষ। সেই সময় ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অগ্নিকাণ্ডে শহরের সকলে যে ভাবে ব্যাপিয়ে পরে এর মোকাবিলা করেছে তাতে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছেনা। হলে আরো বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হতো এই ক্ষুদিরাম কলোনি। সেই সাথে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ প্রায় শেষের পথে আশা করা যায় আগামী ১৫ আগস্ট এর শুভ সূচনা করতে পারবে।

সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে চালু হলো আলিপুরদুয়ার- তেজপুর বাস পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ জুন : সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার বাস স্ট্যান্ড থেকে সোমবার সকালে চালু হলো

আলিপুরদুয়ার-তেজপুর বাস পরিষেবা। এই প্রথম অসমের তেজপুরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হলো। আলিপুরদুয়ারের। অ।লি পু রদুয়ার থেকে অসমে বাস পরিষেবা থাকলেও তেজপুরে এই প্রথম বাস পরিষেবা চালু হলো। এই বাস পরিষেবার শুভ সূচনা করলেন আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যাবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিত দো। সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় পর্যটক ও আলিপুরদুয়ারের ব্যাবসায়ীরা লাভবান হবেন।এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি সাধারন মানুষ। আর ট্রেনের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। আলিপুরদুয়ার- তেজপুর বাস পরিষেবা নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

বহরমপুরে পাঁচশোর বেশি তৃণমূল কর্মীর কংগ্রেসে যোগ দিলেন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ জুন : পাঁচশোর বেশি তৃণমূল কর্মী সমর্থক কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সোমবার বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এসে বেলভাড়া, কান্দি এবং বড়ঞ্চার প্রায় তাদের হাতে কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানালেন প্রবন্ধ কংগ্রেস সভাপতি তথা কোসভাড্য কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীরবাবু মন্তব্য করেন, নিরপেক্ষ ভাবে ভোট করলে সারা পশ্চিমবঙ্গ সাগরদিগ্ধ হয়ে যাবে। বিডিও অফিসগুলোতে ১৪৪ ধারা জারি করে শুক্র ও লাভ হবে না। সাগরদিগ্ধিতে যেই ভাবে সেনাবাহিনী দিয়ে উপনির্বাচন হয়েছে, রাজ্যের সব জেলায় সেই ভাবেই পঞ্চায়েত ভোট হোক। প্রসঙ্গত, নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়, সেই দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য কংগ্রেস। ১৪৪ ধারা জারি নিয়ে নয়, সাগরদিগ্ধিতে যেমন মানুষ ভোট দিতে পেরেছেন সে মডেলই ভোট হোক জেলায় জেলায়, দাবি অধীরের।

প্রশাসনের কড়া নজরদারিরতে নবদ্বীপ মহেশগঞ্জ বিডিও অফিসে মনোনয়ন জমা দিল বাম- বিজেপি



গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১২ জুন : রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি সোমবার মহেশগঞ্জ বিডিও অফিসে নমিনেশন জমা করলো বিজেপির তরফে। সোমবার আনুমানিক সকাল সাড়ে এগারোটায় বিডিও অফিসে হাজির হয় বিজেপির বিভিন্ন নেতৃত্ব সহ প্রার্থী ও কর্মী সমর্থক। সমগ্র বিডিও অফিস চত্বরে ছিল প্রশাসনের করা নজরদারি। প্রশাসনের তরফে বিডিও অফিসের নির্দিষ্ট এলাকায় জারি করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা, এদিন নবদ্বীপ থানার তারপ্রাপ্ত অধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারিকে স্বয়ং দেখা গেলে মাইক হাতে

অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুন : এলাকায় অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় মহিলা তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী ইংরেজবাজার পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বলঝলিয়া এলাকায়। যদিও রবিবার রাতেই এই গোলমালের সূত্রপাত বলেই জানিয়েছে আক্রান্ত তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী জয়ন্ত দাস (৬২)। এদিকে এই ঘটনার ব্যাপারে হামলাকারী দুষ্কৃতী সুমন দাস সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আক্রান্ত তৃণমূল নেতা জয়ন্ত দাস পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, তাদের এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই অসামাজিক কাজকর্ম চলছিল। বেআইনি মদ বিক্রি, সাঁটচাঁ, জুয়ার ঠেক এসব নিয়ে এলাকার মানুষ প্রতিবাদ সোচ্চার হয়েছিলেন। রবিবার রাতে কিছু মদপ্য যুবক আমাদের ওয়ার্ডের একজন ফাস্টফুড ব্যবসায়ী রতন দাসের দোকানে ঢুকে অযথা গোলমাল



বাঁধায়। কারণ, রতনবাবুও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। এরপর তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। সেই সময়কার মতো বিষয়টি মিটে গেলেও এদিন সকালে রতন দাসের বিষয়টি নিয়ে আমি প্রতিবাদ জানায়। তখনই সুমন দাসের নেতৃত্বে তার দলবল আমার ওপর হামলা চালায়। দলীয় কর্মীদের তৎপরতায় অবশ্য প্রাণে বাঁচি। তৃণমূল কাউন্সিলর পূজা দাস জানিয়েছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই কিছু দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হতে হচ্ছে। আমার স্বামীকেও দুষ্কৃতীরা মারধর করেছে। একজনের নাম জানতে পেরে নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশকেও বলেছি অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের জন্য। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বগটুই স্বজনহারা পরিবারের পুত্রবধূ বিজেপি প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১২ জুন : রবিবার মিহিলাল সেখ ইন্সতিতে বৃখিয়েছিলেন, বগটুইয়ে তিনি না দাঁড়ালেও, তাঁর পরিবার বিজেপি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবে। সোমবার মনোনয়ন জমা দিয়ে প্রমাণ দিলেন বগটুই গণহত্যা কাণ্ডে স্বজনহারা পরিবার গুলি। সোমবার পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রার্থী দিয়ে বৃখিয়ে দিলেন তৃণমূল নয় তারা রয়েছেন বিজেপির সঙ্গেই। প্রসঙ্গত, গত বছরের ২১ মার্চ বোমা মেরে খুন করা হয় বীরভূমের রামপুরহাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূলের ভাদু শেখকে। ওই রাতেই ভাদু খুনের বদলা নিতে বগটুই গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একটি বাড়িতেই আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় আট জনের। সেই তালিকায় নাম ছিল ডলি বিবির। তারই পুত্রবধূ সীমা খাতুন এবার বগটুই গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে মনোনয়ন জমা

দিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনেও প্রার্থী দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বজনহারা মিহিলাল শেখ। তিনি বলেন, ওই রাতের ভয়াবহ ঘটনা আজ আমাদের মনকে যন্ত্রণা দেয়। আমরা মা, স্ত্রী ও মেয়েকে ওরা জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। আমি পালিয়ে না গেলে আমাদের পাশে আছে। বিজেপি নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে আছে। গ্রাম থেকে পঞ্চায়েতের আসনেও আমরা প্রার্থী দেবা। বগটুইয়ের স্বজনহারা পরিবার গুলি যে বিজেপির সঙ্গে রয়েছে সেটা অনুমান করা গিয়েছিল বর্ষপুর্তি অনুষ্ঠানে। ওই দিন তৃণমূলের স্মরণ সভায় যেতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন তারা। এমনকি রামপুরহাট বিধায়ক, বিধানসভার ভেপুটি শিপিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যাকে বাড়িতেই ঢুকতে দেয়নি তারা। তবে বিজেপির স্মরণসভায় চাঁদেরহাট করে বসেছিলেন সকলে। এই নিয়ে

ডেঙ্গু মোকাবিলায় সচেতনতা পদযাত্রা হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জুন : ডেঙ্গু মোকাবিলায় সচেতনতা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে। সোমবার সকালে হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। ওই পদযাত্রার সূচনা হয় হাওড়া পৌরনিগমের বরো-৩, পঞ্চানন্তলা অফিস থেকে। এরপর পঞ্চানন্তলা রোড, বেলিলিয়াস নেল, বেলিলিয়াস রোড হয়ে রেবেকা স্কুলের সামনে পদযাত্রা শেষ হয়। ওই সচেতনতা পদযাত্রায় অংশ নেন পৌরনিগমের মুখ্য



প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী, উপ মুখ্য প্রশাসক দেবাংশু দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর ব্রতেন দাস সহ স্বাস্থ্য এবং নিকাশি বিভাগের আধিকারিকরা। মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এক্ষর যাতে ডেঙ্গুর প্রকোপ রোধা যায় সেইজন্য আমরা অনেক আগে থেকেই ডেঙ্গু প্রতিরোধে কাজ শুরু করেছি। এই ব্যাপারে একাধিক পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি এবার ডেঙ্গুর সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। পৌরনিগম সূত্রের খবর, সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত চলতি সপ্তাহকে হাওড়া কর্পোরেশনে ‘ডেঙ্গু বিজয় সপ্তাহ’ হিসেবে পালন করা হচ্ছে। সেই কারণে মঙ্গলবার সমস্ত বোরো অফিসের সামনে থেকে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা নিয়ে পদযাত্রা করা হবে।

সভার ও ব্লক সহ জেলাস্তরের বিভিন্ন নেতৃত্ব। তবে এখনো পর্যন্ত সেভাবে বিরোধীদের থেকে বা পুলিশ প্রশাসন সহ সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে শোনা যায়নি বিজেপির তরফে। পাশাপাশি এদিন ওই একই এলাকার কিছু কিছু প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দিতে যায় সিপিএমের তরফে। তবে সিপিএমের তরফে অবশ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে সামান্য অসহযোগিতার অভিযোগ তোলে সিপিএমের নবদ্বীপ পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক আব্বুব নবী সেখ। তিনি বলেন, মনোনয়ন জমা করতে প্রার্থীর সাথে একজনকে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে, এটাতে অসুবিধা হচ্ছে, আমরা দেখবো আগামী দিনে শাসকদের জন্য কত জন করে অনুমতি মেলে, পাশাপাশি তিনি শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে বলেন ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী হুমকি দিতে শুরু করেছে যাতে প্রার্থী দিতে না পারি, কিন্তু আমরা বামপন্থী, লড়াইয়ের মাধ্যমেই আমরা থাকি ওরা হুমকি দিলেও আমরা ১০০ প্রার্থী দেব।

নির্বাচন বিধি ভেঙে, রাস্তার উদ্বোধন করলেন তৃণমূলের জেলাপরিষদ কর্মাধ্যক্ষ

দুরন্ত বার্তা, নলহাট, ১২ জুন : একেই বলে নির্বাচন বড়ো বালাই! ভোট শিয়রে! তাই উন্নয়ন দেখতে হবে। কিন্তু তাই বলে নির্বাচন বিধি ভঙ্গ করে! এতদিন কোনো হুঁশ ছিল না রাজ্য তৈরী করার। ভোট এসেছে তাই উন্নয়ন, এমন অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে চলেছেন সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য খাইরুল সেখ এবং আব্দুস সালাম এবং বিজেপির মণ্ডল কমিটির সদস্য মলয় অধিকারী। যদিও এই অভিযোগ করেছেন শাসক দলের জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আবু জাহের রাণা। উল্লেখ্য, ৮ জুন থেকে রাজ্য কমিশন নির্বাচন ঘোষণা করার পর থেকেই সারা রাজ্যে নির্বাচন বিধি লাঞ্ছ হয়েছে। অভিযোগ, বারা এক অঞ্চলের কোনাই পাড়ার বুড়ো যষ্টীতলা মোড় থেকে আঠশো মিটার রাস্তার উদ্বোধন হয় সোমবার। মুখ্যমন্ত্রীর পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় তৈরি এই রাস্তা। বিরোধীদের অভিযোগ, মানুষকে ভুল বোঝাতে ভোট নিয়ে রাজনীতি করতেই নির্বাচন বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। এই সময় কোনো উদ্বোধন হবে না। আবু জাহের রাণা জানান, নির্বাচন বিধি লাঞ্ছ হওয়ার পর কোনো উন্নয়নের কাজ করা হয়নি। সমাজ মাধ্যমে যে ভিডিওটি ঘুরছে, তা পুরানো। তৃণমূল কর্মীরা মানুষকে উন্নয়নের বার্তা দিতেই এই ভিডিও দিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে। তাই কোনো নির্বাচন বিধি উলঙ্ঘন হয় নি।

আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূল শিবিরে পঞ্চায়েত প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ জুন : মনোনয়ন জমা দেওয়ার তিন দিন হয়ে গেল কিন্তু এখনও আলিপুরদুয়ার জেলার কোথাও তৃণমূল মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু করতে পারেনি। আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূল শিবিরে পঞ্চায়েত প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ অব্যাহত। বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্ষোভের চিহ্ন সামনে আসছে। সোমবার সকালে জয়গা ত্রিবেণী টোল এলাকার কয়েকশো তৃণমূল কর্মীরা তৃণমূলের জেলা নেতা এবং জেডিএ যোরঝ্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার বাড়িতে এসে প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ জাহির করে। ত্রিবেণী টোল এলাকার তৃণমূলের বৃথ সভাপতি ও বৃথ কর্মীরা জানান আমাদের গ্রামের তৃণমূলের সমস্ত কর্মীরা মিলে যাকে প্রার্থী করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে তাকে প্রার্থী না করে অন্য কাউকে প্রার্থী করা হচ্ছে এই নিয়ে এলাকায় সমস্ত তৃণমূল কর্মীর মধ্যে ক্ষোভ। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল জেলা নেতা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা জানান কোনো ক্ষোভ নয় দলীয় কর্মীরা আমার বাড়িতে এসে তাদের কথা বলেছে আমরা সবার কথা শুনেনছি, তিনি জানান সম্ভবত আগামীকাল থেকে সব এলাকায় তৃণমূলের মনোনয়ন জমার কাজ শুরু হবে।

পাণ্ডুয়ায় বিডিও অফিসে ঢোকার মুখে বাধার মুখে সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, বচসা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ জুন : বাধার মুখে হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। পাণ্ডুয়ায় বিডিও অফিসে ঢোকার মুখে বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। পুলিশ তাকে ঢুকতে বাধা দিলে বচসায় জড়িয়ে পড়েন লকেট। বস্তুত, বিডিও অফিসে মনোনয়ন জমা নেওয়া চলছে। তার এক কিলোমিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা রয়েছে। তাই কোনও গাড়ি সেখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না পুলিশের পক্ষ থেকে। সোমবার বিডিও অফিসে মনোনয়ন কেমন চলেছে তা দেখতে যান বিজেপি সাংসদ। পুলিশ তাঁকে বাধা দেবে বলে দাবি করেন তিনি। এমনকী গাড়িও আটকায়। এরপরই লকেট চট্টোপাধ্যায় পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পাণ্ডুয়ার ওসি অর্পণ গঙ্গোপাধ্যাকে ঠেলে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন তিনি। এমনই অভিযোগ। সাংসদকে ঢুকতে না দেওয়ার কোন লিখিত পারামর্শন আছে কি না দেখতে চান লকেট। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে তর্ক। পরে পুলিশ তাঁকে ঢুকতে দেন। এর আগে গোলাবা বিডিও অফিসে গিয়েও মনোনয়ন পর্ব দেখেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। সোমবার, লকেট



বলেন, আমায় বিডিও ম্যাদাম বলছেন আপনি বাইরের নির্বাচনী এলাকা থেকে এসেছেন। আমি বললাম হুগলি আমারই নির্বাচনী এলাকা। লোকসভার একজনই সাংসদ। একজন সাংসদের ঢুকতে দিচ্ছেন না?

সেই সময় ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অগ্নিকাণ্ডে শহরের সকলে যে ভাবে ব্যাপিয়ে পরে এর মোকাবিলা করেছে তাতে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছেনা। হলে আরো বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হতো এই ক্ষুদিরাম কলোনি। সেই সাথে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ প্রায় শেষের পথে আশা করা যায় আগামী ১৫ আগস্ট এর শুভ সূচনা করতে পারবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (WS), South, KMC invites tender online percentage two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/PB/DT/M/2023-24/01/1st Call Name of the Work: Labour and carriage charges for withdrawal -reflexing and pipe extended work of different big-dia tubewell under Poddarnagar big-dia T/W unit. Estimated Cost: Rs. 1,96,447.83. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 30 days.
(2) NIT No. : KMC/WS/PB/DT/E/2023-24/04/1st Call Name of the Work: Electrical repairing with replacing of damaged or burnt out electrical operating accessories of big-dia T/W at Naktala Sammilani Club in Ward No.-100, Shantinarayan Tant Kal in Ward No.-97 and 4 No. Vidyasagar Colony in Ward No.-99 under Br.-X. Estimated Cost: Rs. 1,98,294.31. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 21 days. Last date of Submission of Bid: 24.06.2023 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]. Tender will be opened on: 27.06.2023 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]. The bid forms and other details are available on and from 14.06.2023 at 2 p.m. from the website https://etender. wb.nic.in.
(3) NIT No. : KMC/WS/EE/S/092/2023-24/01/1st Call Name of the Work: Maintenance of water supply network by ferrule cleaning, stand post repairing and cut & Flush at different locations of Sellimpora Lane, Jheel Road, Naskarpura Lane, A.T. Chatterjee Road Bustee etc. in Ward No.-92 under Br.-X. Estimated Cost: Rs. 1,99,958.50. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 90 days.
(4) NIT No. : KMC/WS/EE/S/100/2023-24/18/1st Call Name of the Work: Link connection of big dia tubewell near 4Q, Naktala to existing Feeder Main at Shantilal Bagan in Ward No.-100 under Br.-X. Estimated Cost: Rs. 1,40,590.55. Earnest Money: Rs. 2,900.00. Period of Completion: 15 days.
(5) NIT No. : KMC/WS/EE/S/100/2023-24/01/1st Call Name of the Work: Maintenance of water supply network by ferrule washing, stand post repairing and allied works at different locations of Naktala Road, Ramgarh, Laxminarayan Colony etc. in Ward No.-100 under Br.-X. Estimated Cost: Rs. 1,99,954.72. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 90 days. Last date of Submission of Bid: 05.07.2023 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 3 to 5]. Tender will be opened on: 07.07.2023 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 3 to 5]. The bid forms and other details are available on and from 19.06.2023 at 12.30 p.m. from the website https://etender. wb.nic.in.
The Executive Engineer (WS/BDT), KMC invites e-tender for the following work (Submission of Bid through online): NIT No. : KMC/BDT/COLUPIPE/23-24/01 Name of the Work: Replacement of column pipe for installation of submersible pump for big dia tubewell. Estimated Amount (Including GST and CESS): Rs. 2,98,657.00. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Time of Completion: 10 days. Last Date and Time of Online Submission of Tender: 21.06.2023 at 5 p.m. For full and further details, please visit the website https://www.wbtenders.gov.in. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.
The Executive Engineer (Water Supply), West, KMC invites e-tender for the following work (Submission of Bid through online): NIT No. : KMC/WS/WEST/01/2023-24 Name of the Work: Shore protection of vertical pier of the pipe bridge beside the southern flank of Tolly Nullah adjacent to Vidyasagar Traffic Guard. Estimated Amount: Rs. 2,87,381.00. Earnest Money: Rs. 5,748.00. Time of Completion: 07 days. Last Date and Time of Online Submission of Tender: 30.06.2023 at 5 p.m. For full and further details, please visit the website http://www. wbtenders.gov.in. Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/ reject any/all tenders without showing any reason.
CORRIGENDUM NIT No. KMC/DG/S_DJGRBU/81-07/23-24 (1st Call) of S&D Deptt. (GRBU) published in this Newspaper (Key No. 187/23-24, Sl. No.-1) on 27.05.2023. The last date and time of submission of bid should be read as 19.06.2023 up to 1 p.m. instead of 09.06.2023 up to 1 p.m. NIT No.(A)/KMC/EEC/BS/23-24/37,(B)/KMC/EEC/BS/23-24/38,(C)/KMC/EEC/BS/23-24/39 of B.S. Department published in this Newspaper (Key No. 249/23-24) (Sl. No. 1, 2, 3) on 09.06.2023. The last date and time of submission of bid should be read as 20.06.2023 up to 11 a.m. instead of 15.06.2023 up to 11 a.m. & Bid opening date and time for technical proposals should be read as 22.06.2023 at 11 a.m. instead of 17.06.2023 up to 11 a.m.

শুভমনকে ১১৫, ভারতীয় দলকে ১০০ শতাংশ ম্যাচ ফি’র জরিমানা আইসিসির

দুবাই, ১২ জুনঃ একেই বলে গোদের উপর বিষফোঁড়া! একে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে পারেনি ভারত, তার উপর এ বার আইসিসির শাস্তির মুখে পড়লেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা। এই নিয়ে পর পর দু’বার বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে হেরে গেল টিম ইন্ডিয়া। প্রথম বার কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছিল বিরাট কোহলির ভারত। এ বার প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারল রোহিত শর্মার ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হারের ক্ষত এখন টটকা। তার মাঝে আইসিসি কড়া শাস্তি দিয়েছে

অনেকটাই টাকা। শান্তি হল শুভমন গিলের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচে আশ্পায়ারের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করায় তাঁর ম্যাচ ফি-র ১১৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। গুরু পাশে লঘু দণ্ডই হল গিলের। খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে গিল আউট হয়ে যান ১৮ রানের মাথায়। স্ট্রট বোল্যান্ডের বলে স্লিপে ক্যাচ তোলেন। সেই ক্যাচ তালুবন্দি করার সময় ক্যামেরন গ্রিনের হাত মাটি স্পর্শ করেছিল। মাঠের আশ্পায়ার সিদ্ধান্ত না নিয়ে পাঠান তৃতীয় আশ্পায়ারের কোর্টে। টিভি রিপ্রে দেখে তৃতীয় আশ্পায়ার জানিয়ে দেন, গ্রিনের ক্যাচ ঠেঁা।



ভারতের তরুণ ব্যাটার শুভমন গিলকে। আইসিসির ‘কোড অফ কন্ডাক্ট’ এর ২.৭ ধারা ভাঙার ফলে গিলের শাস্তি হয়েছে। তাঁকে ১১৫ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি। অন্যদিকে ভারতীয় ওপেনারের পাশাপাশি আইসিসি টিম ইন্ডিয়ার সকল ক্রিকেটারদেরও জরিমানা করেছে। প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে খালি হাতে তবে ফিরতে হাছিল ভারতকে। তার আগে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের পকেট থেকে খসল

এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় পড়ে যায়। সবাই গিলের সমর্থনে কথা বলতে থাকেন। তাতে প্রভাবিত হয়ে ভারতের তরুণ ওপেনারও নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আশ্পায়ারের সমালোচনা করেন। ইমোজি ব্যবহার করে বুঝিয়ে দেন, তিনি এই বিষয়টি মনেতে পারেননি। এতেই চক্ষুশূল হয়ে ওঠে আইসিসি-র। তারা গিলকে ছোট জরিমানা করেই ছেড়ে দিয়েছে। ওই ঘটনার পরেই অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পণ্ডিং বলেছিলেন, গিল ভুল করল।

এভাবে আশ্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা যায় না। ওর বক্তব্য বোর্ড মারফত আইসিসি-কে চিঠি দিলে এই নিয়ে সমস্যা হতো না। এদিকে, গিলকে কম জরিমানা করে ছেড়ে দিলেও ভারতীয় দলকে ভালই জরিমানা করেছে আইসিসি। খেলায় স্লো ওভার রেটের কারণে রোহিত শর্মার দলকে ১০০ শতাংশ জরিমানা করা হয়। তার মানে মোট ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি-র ১০০ শতাংশ কেটে নেবে আইসিসি। আইসিসির পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বল করার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৫ ওভার কম বল করেছে ভারত। তাই আইসিসির ‘কোড অফ কন্ডাক্ট’ এর ২.২২ ধারায় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ভারতীয় দলকে। প্রতি ওভারের জন্য ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ করে জরিমানা করা হয়েছে। রোহিত-বিরাটদের ম্যাচ ফি-র ১০০ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে স্লো ওভার রেটের জন্য কামিন্সের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ারও স্লো ওভার রেটের জন্য জরিমানা হয়েছে। অজিদের ৮০ শতাংশ ম্যাচ ফি কাটা যাচ্ছে। কামিন্সের বল করার সময় নির্ধারিত সময়ে ৪ ওভার কম করেছেন। তার ফলে প্রতি ওভারে ২০ শতাংশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ম্যাচ ফি এর ৮০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

বিরাট-খোনি সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন গম্ভীর



নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ সময় বদলে যায়। কিন্তু কিছু মানুষ কখনও বদলায় না। ভালো সম্পর্ক যে সব সময় ভালোই থাকবে তেমনটাও হয় না। ২২ বছর লড়াই যারা মাঠের বাইরে অবধি টেনে আনেন, তাঁদের

সম্পর্ক কেমন এই প্রশ্নের উত্তরে গৌতম বলেন, “আমি সচরাচর আমার সম্পর্ক নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া পছন্দ করি না। তবে আমাকে বার বার প্রশ্ন করা হয় মহেন্দ্র সিং খোনি ও বিরাট কোহলির সঙ্গে সম্পর্ক কেমন? আসলে ওদের দু’জনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একই রকম। বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিং খোনি বা অন্য কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে আমার যে ঝামেলা হয়েছে, তা আমি কখনও ব্যক্তিগত স্তরে নিয়ে যাই না। আমার ঝামেলা, লড়াই সব কিছু মাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা সকলেই মাঠের মধ্যে জিততে

মাঝে তিক্ততা থাকাটাই স্বাভাবিক। এ বছরের আইপিএল চলাকালীন আরসিবির তারকা বিরাট কোহলি এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর গৌতম গম্ভীর বিরাট ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল ক্রিকেট মহলে। এরপর দুই তরফ থেকেই সময় সুযোগ বুঝে চলে খোঁচা দেওয়া। এ বার বিরাটের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন বিশ্বকাপজয়ী গৌতম গম্ভীর। বর্তমানে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। তিনি ক্রিকেট গ্র্যান্ড। আর গৌতম গম্ভীর এখন খেলেন না। তবে ক্রিকেটের সঙ্গেই জড়িয়ে। শুধু ভূমিকা বদলে গিয়েছে। গৌতম আগে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই রয়েছেন। রাখ ঢাক করে কিছু বলেন না তিনি। নিজের মনের ভাব সব সময় প্রকাশ করে এসেছেন গৌতম। তাই সম্প্রতি কোহলি ও মহেন্দ্র সিং খোনির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পরিস্কার উত্তর দিয়েছেন। মাঠের মধ্যে যে ঝামেলা হয় তা মাঠের বাইরে নিয়ে আসার তত্ত্বে বিশ্বাসী নন গৌতম। খোনি ও কোহলির সঙ্গে তাঁর



চাই। কোহলি দেশের জন্য এখনও অবাধি যা করেছে তার জন্য আমি ওকে সম্মান করি।” সদ্য অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হেরেছে ভারত। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা ভারতের হারের

মেসিকে না পেয়ে নেইমারের দিকে হাত বাড়িয়েছে আল হিলাল

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি আর আল হিলালকে নিয়ে ফুটবল-বিশ্বে গুঞ্জনের কবিতা ছিল না। সব গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে গত বুধবার মেসি ঘোষণা করেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যাচ্ছেন। অর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়কের এই ঘোষণার পর তাঁর ভক্ত আর সাধারণ ফুটবলপ্রেমীরা নেট দুনিয়ার মাধ্যমে দৌড় লাগান ইন্টার মায়ামিতে। মেসিকে না পেয়ে আল হিলালের কর্মকর্তারা যে চূপচাপ সৌদি আরবে বসে আছেন, তা নয় তাঁরাও ছুটছেন। এবার তাঁদের লক্ষ্য ব্রাজিলিয়ান মহাতারকা নেইমার। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিবিএস স্পোর্টসের খবর, মেসিকে না পেয়ে এবার নেইমারকে দলে টানার চেষ্টা করছে আল হিলাল। নেইমারের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে এরই মধ্যে আল হিলালের কর্মকর্তারা প্যারিসে পৌঁছেছেন বলেই খবর দিয়েছে সিবিএসের। আগে থেকেই গুঞ্জন আছে, ৩১ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান তারকা পিএসজি ছাড়তে চান। অন্যদিকে, আল হিলাল বড় অঙ্কের বেতনের



প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তৈরি। সব মিলিয়ে বল এখন নেইমারেরই কোর্টে। ইউরোপের শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলকে বিদায় বলে এই বয়সেই সৌদি আরবের ফুটবলে নাম লেখাবেন কি না, নেইমারের জন্য এখন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। মেসিকে দুই বছরের জন্য ৫০

কোটি ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছিল আল হিলাল। একবার শোনা গিয়েছিল, প্রস্তাবটা ৬০ কোটি ইউরো। তবে নেইমারের প্রস্তাবটা এত বড় নয় বলেই জানিয়েছে সিবিএস স্পোর্টস। নেইমারকে বছরে ২০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দিতে পারে আল হিলাল। নেইমারের বিষয়টি

ওডিআই বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ্যে ১৫ অক্টোবর ভারত-পাক মহারণ ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলবে রোহিতরা

মুম্বই, ১২ জুনঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পরই ওডিআই বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ করার কথা জানিয়েছিল বিসিসিআই। চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপের আসর। সেইমতো ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য ড্রাক্টিশিউল আইসিসিকে দিয়েছে বিসিসিআই। প্রস্তাবিত সূচি ও ভেনু পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে।

বারের ওডিআই বিশ্বকাপ? ইডেন গার্ডেন্সে কোন কোন ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব পাচ্ছে? প্রস্তাবিত সূচি কী জানাচ্ছে? প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী, ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে যাবে ৫০ ওভারের

বিরুদ্ধে ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে ভারতের। যদিও প্রস্তাবিত সূচিতে দুটি সেমিফাইনালের ডেনুর উল্লেখ নেই। ম্যাচ দুটি ১৫ ও ১৬ নভেম্বর খেলার কথা। ভারতীয় দল



ফরম্যাটের বিশ্বকাপ। আয়োজক হলেও উদ্বোধনী ম্যাচ খেলছে না ভারত। প্রথম ম্যাচ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড। ২০১৯ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল এই দুটি টিম। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টে শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড দ্বৈরথ দিয়ে। ভারতীয় দল অভিভান শুরু করবে এর চিক তিনদিন পর। ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার

গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি খেলবে ইডেন গার্ডেন্স-সহ মাত্র ৯টি ভেনুতে। ● ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া, ৮ অক্টোবর-চেন্নাই ● ভারত বনাম আফগানিস্তান, ১১ অক্টোবর-দিল্লি ● ভারত বনাম পাকিস্তান, ১৫ অক্টোবর-আমেদাবাদ ● ভারত বনাম বাংলাদেশ, ১৯ অক্টোবর-পুনে ● ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড, ২২ অক্টোবর-ধর্মশালা ● ভারত বনাম ইংল্যান্ড, ২৯ অক্টোবর-লখনউ ● ভারত বনাম কোয়ালিফায়ার টিম, ২

নভেম্বর-মুম্বই ● ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ৫ নভেম্বর-কলকাতা ● ভারত বনাম কোয়ালিফায়ার, ১১ নভেম্বর-বেঙ্গালুরু। পাকিস্তান গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি খেলবে মোট পাঁচটি ভেনুতে। ভারতের বিরুদ্ধে আমেদাবাদ ছাড়া পাকিস্তানের বাকি ভেনুগুলি হল-● পাকিস্তান বনাম কোয়ালিফায়ার ১, ৬ অক্টোবর-হায়দরাবাদ ● পাকিস্তান বনাম কোয়ালিফায়ার ২, ১২ অক্টোবর-হায়দরাবাদ ● ভারত বনাম পাকিস্তান, ১৫ অক্টোবর-আমেদাবাদ ● পাকিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া, ২০ অক্টোবর-বেঙ্গালুরু ● পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান, ২৩ অক্টোবর-চেন্নাই ● পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২৭ অক্টোবর-চেন্নাই ● পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ, ৩১ অক্টোবর-কলকাতা ● পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড, ৫ নভেম্বর-বেঙ্গালুরু ● পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড, ১২ নভেম্বর-কলকাতা। অন্যান্য বড় ম্যাচগুলির মধ্যে ২৯ অক্টোবর ধর্মশালা স্টেডিয়ামে খেলা হবে অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। এরপর ৪ নভেম্বর রয়েছে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচ। ১ নভেম্বর পুনেতে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বৈরথ রয়েছে।

হায়দরাবাদের স্প্যানিশ মিডিও বোরহা হেরেরাকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ টানা বার্ষিক দায় আর কতদিন সন্তুষ্ট করা যায়? এ বার সকল বার্ষিক ছেড়ে ফেলতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। নতুন মরসুমে, নতুন উদ্যমে দলগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। শুধু স্প্যানিশ কোচ কার্লোস কুয়াড্রাতকে সই করিয়েই থেমে থাকছে না লাল-হলুদ শিবির। বরং ভালো টিম গড়ার দিকেও ফোকাস করেছেন কর্তারা। এ বার স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরাকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। গত মরসুমে স্প্যানিশ মিডিও বোরহা হায়দরাবাদ এফসিতে

খেলেছিলেন। এ বার এক বছরের চুক্তিতে লাল-হলুদ শিবিরে যোগ দিলেন বোরহা। আজ, ১২ জুন সোমবার ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়েছে। গত মরসুমের আইএসএলে হায়দরাবাদের জার্সিতে ২২টা ম্যাচ খেলেছিলেন বোরহা হেরেরা। ৪টি গোলও করেছিলেন তিনি। এ ছাড়াও ডুরান্ড কাপে ৫টি ও সুপার কাপে ৩টি ম্যাচে খেলেছিলেন বোরহা হেরেরা। চলতি বছরের মে মাসে হায়দরাবাদের সঙ্গে বোরহা হেরেরার চুক্তি শেষ হয়েছে। তাঁকে দলে টানার জন্য বেশ কয়েকদিন ধরেই তাকে তাকে ছিল ইস্টবেঙ্গল। স্প্যানিশ মিডিও বোরহাকে ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ কার্লোস কুয়াড্রাত প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, “স্কোয়াডে বোরহাকে নেওয়ার সিদ্ধান্তটা অসাধারণ। ওর অফেন্স আর ডিফেন্স আমাদের সাহায্য করবে। ভারতে ইতিমধ্যেই ও আইএসএলে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তাই এই টুর্নামেন্টে খেলতে ও অভ্যস্ত। ও গত মরসুমে হায়দরাবাদ এফসির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল। এবং আমি নিশ্চিত যে ওর জন্য আমাদের দল ভীষণ উপকৃত হবে।” বোরহা হেরেরার ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়া নিয়ে ইমামি গ্রুপের চিফ মার্কেটিং অফিসার দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, “আইএসএলের সবচেয়ে সম্পূর্ণ মিডফিল্ডারদের একজন হলেন বোরহা হেরেরা। তাঁর অভিজ্ঞতার গভীরতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলি আমাদের দলকে মাঠ ও মাঠের বাইরে প্রচুর শক্তি প্রদান করবে।”

‘আইপিএল না দেশ হয়ে খেলা, সিদ্ধান্ত নিক রোহিতরা রবি শাস্ত্রী

মুম্বই, ১২ জুনঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হারের পরে রোহিত শর্মা জানিয়েছেন, ম্যাচের আগে প্রস্তুতির পর্থাও সময় তাঁরা পাননি। একই কথা শোনা গিয়েছে দলের কোচ রাহুল ড্রাবিড়ের মুখেও। এই প্রসঙ্গেই রোহিতদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন রবি শাস্ত্রী। ভারতের প্রাক্তন কোচের মতে, রোহিতদেরই চিক করতে হবে যে তাঁরা আইপিএল খেলবেন, না দেশের হয়ে খেলাকে প্রাধান্য দেবেন। নইলে আগামী দিনেও বার বার বার্ষ হতে হবে ভারতকে। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে শাস্ত্রী বলেছেন, “টেস্ট বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির জন্য খুব বেশি সময় ভারত পাবে না। এটাই বাস্তব। ওরা চাইলে ২০ দিন সময় পেতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আইপিএলের সব ম্যাচ খেলা চলবে না। এ বার সিদ্ধান্ত ক্রিকেটারদের। না হলে প্রতি বারই এই ঘটনা ঘটবে।” এই বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরও হস্তক্ষেপ করা উচিত বলে মনে করেন শাস্ত্রী। ভারতের প্রাক্তন কোচের কথায়, “বিসিসিআইকেও এগিয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যতেও কথা ভাবতে হবে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল সাধারণত জুন মাসে হয়। আইপিএলের চিক পরেই। সে ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের সঙ্গে বোর্ডকে কথা বলতে হবে। টেস্ট বিশ্বকাপের দলে থাকা ক্রিকেটাররা যাতে আগেই ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে তাদের।” টেস্ট বিশ্বকাপে বার্ষ ভারতীয় ব্যাট। দুই ইনিংসেই টপ অর্ডার রান পাননি। দলের ব্যাটারদের শট নির্বাচনের সমালোচনা করেছেন শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, “আমাকে সব থেকে অবাক করেছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের শট নির্বাচন।”

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা • ১ জুন ২০২৩

দুধ না খেলে

- শৈশবের পুষ্টি দুধ
- স্বাদে-গুণে তরপুর পনির
- দুধ - সুপার ফুড
- প্রসাবে রক্তক্ষরণ
- হার্টকে সুস্থ রেখে বাঁচা
- রোবোটিক সার্জারি

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে লগ অন করুন www.suchikitsa.in